এই কাদা মাটি নিয়ে

এইখানে এইসব কাদা-মাটি নিয়ে মাছেদের কুমীরের ফুল-ফল —সকলের কোন এক চরম পাললিক পরিণতি হয়। মানুষের করুণ প্রত্যয় মাঝে মাঝে ভয়াবহ ব্যত্যয়, মাঝে মাঝে হিরন্ময় শ্লোক— সবকিছু মিলেমিশে শেষকালে শীতল মৃত্যুর কথা বলে। কবরের ঘুম নামে দেহে। ঘুম নামে কামে, প্রেমে, অস্থিতে, মজ্জায় জরায়ুর ঘনিষ্ঠ দেয়ালে।

কবরের ঘুমে মজে দেশ অহর্নিশ, পরিবেশ আর প্রকট মৃত্তিকা।
সেখানে কি মানুষেরা থাকে?
কখনো বা জনপদে কখনো বা তারা বনে যায়— হাসে কাঁদে কাঁপে,
কখনো বা পাখালিরা পরাক্রান্ত পাখা ঝাপটায়
কখনো বা আধো অন্ধকারে তরলিত চাঁদ ঢালে অমৃত দুগ্ধ প্রতিভার।

নাব্যতার শেষপ্রান্তে বালুচরে ঝিকিমিকি জ্যোৎস্নায়
তরঙ্গের তালে তালে দুলে যায় অলৌকিক নৌকোর গলুই।
তবু অকপট চিন্তা নেই মনে,
কৌটিল্য অন্ধকারে নড়ে
তির তির ঢেউয়ের প্রান্তরে,
তার সব নির্ভীকতা চলে যায় যখন মঙ্গায় খায় জমি
এবং মিশরের মমি অনন্তর গোপন মর্মের কথা বলে।

অশোকের অনুশাসনলিপি বিধিলিপি নয়, টেরাকোটা অস্তিত্বের প্রায় মনের ভেতরে কাড়ে সুখ। নির্ঘুম অন্ধকার নামে মধ্যযামে। রাত্রির কিনারে কাঁপে বুক।
এই খল পাদটীকা নির্ভীক বক্তব্যের খোড়লে ঢুকে
বুক ঠুঁকে গলাবাজি করে, এবং পচায় শিল্পের মাংস, পচায় কবিতার শিশ্নদেশ—
বোদলেয়ার খাবি খায় মরিশাসে।

এইসব পূর্বাপর দেখাশোনা শেষ হলে পরে প'ড়ে থাকে এক নিরঞ্জন অরুন্ধতী লজ্জা মানুষের।

শূন্যে বসবাস

মহাশূন্যের দোলাচলে বাস করি
আপাতত তবু বিনাশ কিছুতে নেই মনে হয়,
আর তাই বুঝি চারদিকে শূন্য মনে হয় সবকিছু,
যেন জীবনের মূল কথাগুলো ভেতরের আয়তনে নিরেট নিরবতার মধ্যে ফুটে উঠে দল বিকশিত করে। এইসব কথা এইসব শব্দ এইসব দৃশ্য ও অদৃশ্যমানতা এই বায়বীয় দৃঢ় পদক্ষেপ জগতের চালচিত্র আঁকে কল্পনায়— আর তাকেই আপাতত বাস্তব বলে মনে হয়।

যা কিছু পুরুষার্থের তথাকথিত বিজয়-কেতন মানুষ বয়েছে এতোদিন সেকি তার পরম্পরার দান? তার সামষ্টিক স্মৃতির চারণ? কিংবা সামাজিক বাধ্যবাধকতার উদ্ধত দাম্ভিকতার পৌরুষের পীড়ন? ক্ষমতার সূক্ষ্ম ব্যবহার তার বহু পরে কখনো কখনো দেখা যায় কারো কারো বুভুক্ষু হৃদয়ে দ্যায় আলো, জরায়ুতে দ্যায় ভ্রূণ। তাকে ফের ভুল করে লোকে ভালোবাসা বলে।

'জনগণ জনগণ' বলে দিগন্ত ফাটিয়ে কাঁদে কেউ। এমনকি উর্দিপরা রাজনীতি করে যারা তাদের অস্ত্র সন্ত্রাস ভীতি ভয়ঙ্কর বিভীষিকার সমূহ উদবোধন করে। ক্ষমতার কায়েমি বাঁধন বেঁধে দিতে কমবেশি সবাই উদগ্রীব।
কেউ তাকে কখনো বা ঐশ্বরিক বলে ভাবে। এইভাবে জীবন চলেছে এই গ্রহে পৃথিবীর বিনষ্ট পল্লীতে এবং হয়তো বা এই বাংলায়।
কোথায় চলেছে আজ মানব সন্তান?
সন্ধান কিসের?
মানুষে মানুষে সম্পর্কের যতো বাধ্যবাধকতা থাকে
যতো নির্মাণ থাকে, যতো প্রলম্বিত শোক থাকে
তা কোন নির্মোকে সে সুরক্ষা করেছে?

সময়েরও শেষ হবে কি না, সেই সে ভাবনা কেন যে ভাবায়?
যদিও একই বিন্দুতে মননের খোড়লে খোড়লে জমে স্মৃতিভুক পিঁপড়ের দল
আর বনে বনে বেজে ওঠে অবাধ মাদল জীবনের শেষ সংক্রাম।

গ্রামে গ্রামে এই বার্তা যদি রটে :
একদিন এতোসব নির্মাণ এতোসব বর্ণচ্ছটা শেষ হবে বটে, তাহলে কি মানুষ পুষবে ফের অস্তিত্বের সমূহ বিবেক? তার ভেদবুদ্ধি যাবে? মনে হয় সব দেখে শুনে মানুষের জীবনের এই বিনষ্ট ফাল্গুনে সৃষ্টি নয় জন্মের বিরুদ্ধে যাবে সব। এইখানে হতে পারে মানুষের অস্তিত্বের শেষ পরাভব।

এইসব জঙ্গমতা

এইসব উর্ধ্বশ্বাস চলা এইসব জঙ্গমতা দ্যাখো আজ তোমাকে কোথায় ঠেলেছে, হে মানব জীবন।

যতো কিছু জ্ঞান তৎপরতা যতো কিছু হোম যজ্ঞ
যতো কিছু সজ্ঞা যতো কিছু স্পর্শ ও স্পর্শাতীত তোমার অস্ড়িত্বে ছিলো
হে নর হে নারী, তোমরা কোন তরবারি দিয়ে সেইসব খ"ন করেছো? আজ
কেবল বিদ্যাধরের স্তুতি প্রস্তুতি, প্রযুক্তি-লাঞ্ছিত যতো খ্যাপাখেপি— তাই নিয়ে
অশ্বমেধ করো।

একবার চেয়ে দ্যাখো এখনো তো বয়স্ক মাতা ধরিত্রীর বর্ষীয়সী রূপসীর সে
আবেগ নাই। লোলচর্ম-মেদিনীর পৃথুলতা কোথায় যে ফেলেছে দূষণ। আর
কতোকাল ব্যর্থ প্রযুক্তির অনুসরণ হবে?
এবং মানুষ তার অস্ড়িত্বের সত্য নির্যাস ফেলে দিয়ে জীবনের পরমার্থ হারাবে?
এইসব অর্থহীন চলা, এইসব মর্মান্ড়িক জীবন-যাপন ছলা-কলা শেষ হলে পরে
তখন হয়তো ফেরাবো চোখ লীলায়িত নীলে তরঙ্গিত জলে সজলে কিঞ্জলে
হয়তো বা এই বাংলায়।

এইসব খেলাধুলা

এক

এই পথে চলতে চলতে বিকেল পেরিয়ে যায়।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে কাছে।
তখন দেখতে পাই কিছু মাটি ঘাসে ঢাকা।
আবার অন্যদিকে পায়ে পায়ে মাটি উঠে আসে।
একটু বা ধূসরিত মাঠ দেখা যায়।
বেশ ক'টি বালক বালিকা সেইখানে খেলাধুলা করে।
খেলায় সমর্পিত বালক বালিকা কখনো বা খেলা ছেড়ে
বিবাদে লিপ্ত হয়। কেউ কেউ তারস্বরে গালাগাল দ্যায়।
তারপর হঠাৎ করেই খেলাধুলা হাতাহাতি হয়ে যায়।

এই মাঠে তারা এসেছিল এই ভেবে— হয়তো বা
ক্রীড়ার ভেতরে কিছু আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যাবে।
সেটা তারা পেয়েছিল। কিন্তু কখন যেন সেই
হর্ষের অনুভূতি হিংসাকে ডেকে আনে।
এই বালকেরা তা জানতে পারেনি।
তাদের এই খেলাধুলা কখন কেমন করে
অন্যকিছু হয়ে যায় তার ঠিকানা তাদের গৃহস্থেরা রাখেনি কখনো।

এইসব খেলাধুলা এইসব বনিবনা নানাভাবে মানুষের ভালো লাগে
আবার কখনো কখনো হঠাৎ করেই বিপর্যয় ডেকে আনে মনে।
এই পথ চলতে চলতে এইসব দেখাশোনা মাঝে মাঝে
তীব্র ঝাঁকানি দ্যায় মনে আর বেশকিছু প্রশ্নের জন্ম দ্যায়
যা হয়তো বা অনায়াসে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায়;
কিন্তু ওই পরম নীলাকাশ কোনদিন এসবের উত্তর দেবে কি না জানা নেই।

দুই

তুমি আছো ব’লে খাতার পাতায় শব্দেরা আসে যায়,
কিছু কিছু শব্দ আছে অনড়ই থাকে, কিছু কিছু বদলায়।
তোমার জন্যে প্রতীক্ষা ক’রে উদগ্রীব ছবিগুলো
শব্দের রঙে তোমাকে মেলাতে কোনখানে থিতু হলো!

কৈশোর থেকে শুরু হয়েছিলো শব্দ সাজানো খেলা
আজকে অনেক পথ হেঁটে হেঁটে তারাই করেছে মেলা।
প্রতিটি পাতায় রঙে ও আদলে প্রস্তুত হয় যেন
কুসুমিত মুখ বুকের অসুখ আরো কতো হেনতেন।

এই ক’রে ক’রে খেলতে খেলতে পেল কি প্রাঞ্জলতা
না বলা কথার গুল্ম-লতায় ঢাকা ছিলো যে বারতা।
আজকে আবার ভাবতে ভাবতে তোমার অতুল মুখ
মনে হয় যেন বহুকাল হ’লো ফেরারী হয়েছে সুখ।

তবুও তো খেলা শেষ হয় নাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে
আকাশগঙ্গা বয়েই চলেছে, এবং সেখানে তোমার মুখটি ভাসে।

সত্য

এক

অনেকদিন আগে প্রায় বিস্মৃতির মধ্যে আলো-অন্ধকারে এক পরম বিস্ময় ছিলো—
তুমি বলেছিলে— কতকাল আর আমাকে রাখবে মনে? পৃথিবীর যতো ঘটনা আর
দুর্ঘটনা সহসা আলাদা করবে আমাদের;তুমি যাবে তোমার পথে, আমি আমার।
অথচ কোনো পথই কিন্তু কেবল তোমার নয় বা কেবল আমার নয়,পথগুলো তো
সকলের পথ। কোন পথ কোথায় গিয়ে মিলবে আমরা জানি না। অথবা যতোটুকু
জানি ক্ষুদ্র-ভগ্ন-অংশ জানি। আমরা ভবিষ্যৎ জানি না কেননা কোনো নিবিড়
আলোকে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই না। তাই ভবিতব্য নিয়ে যতো জল্পনা আর
কল্পনাই থাক না কেন আমরা জানি কেবলমাত্র সমূহ বর্তমানকে, যে বর্তমানকে
আমি এখন দেখি যেমন দেখছি আমার সম্মুখে চারদিকের বস্তুনিচয়ের মাঝখানে
একটি স্পর্শগ্রাহ্য অবয়ব। আসলে এটাই সত্য আর কিছু নয়।

অথচ কখনো কখনো স্মৃতির গহ্বর থেকে মানুষ ও ঘটনা বাস্ড়ব ও রটনা
প্রকৃতি ও প্ররোচনা সমস্ড় কিছুরই অংশ অংশ বেরিয়ে এসে বর্তমানকে ধাওয়া
করতে থাকে। আমরা কেবল ভবিষ্যতের কথা ভাবি।
অথচ আজকে এতোদিন পরে আমাতে তুমি বর্তমান কেবলমাত্র সুদূর অতীতে।

তবু তুমি আছো, যেখানেই থাকো তবু আমাতে রয়েছো এটুকুই সত্য হয়ে থাক,
আর কিছু চাই না আমার।

দুই

মানুষ সত্যের কাছাকাছি গেলে জীবন পেরিয়ে যায়
সে আর জীবিত থাকে না।

সত্য কোনো কঠিনতা নয়
সত্য অনির্বাণ মৃত্যুর কথা বলে।

সত্যের মুখোমুখি হতে পারে না মানুষ,
সত্যের কাছাকাছি চলে গেলে পরে
উবে যায় আমাদের অনাবিল অস্তিত্বের সমূহ স্বরূপ।

তখন সে জীবন পেরিয়ে যায়,
অন্য উচ্চারণে অন্য বর্ণ বিকাশে সত্যের সাক্ষাৎ পেতে চায়,
অন্য কোনো অজানা ঠিকানায় তার পথ চলে যায় অতঃপর,
সে হারায় রাতুল তৃষ্ণা পৃথিবীর মানবীর এমনকি শিশ্নের সুখের।

সেই সত্যের ভয়াবহ ঠোঁট শুষে নেয় দুঃখ-প্রেম হঠকারী জীবনের কুশীলব যতো।
উবে যায় জীবনের সবকিছু— অধরার মায়া আঁধারের কায়া বিপুল চালিত জঙ্ঘা
যুগল তৃষ্ণার।

সত্য সে তো মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে থাকে,
জীবন পেরিয়ে যায় তবুও সেই সত্যকে পায় না মানুষ।

তিন

মধ্যদিনের কিরণ নয়
শেষ বীজনের হাওয়া
জীবন মরণ পণ করলেও
সত্য যায় না পাওয়া।

বিবেক

কোথায় সন্ন্যাস?
জীবনের জরায়ু-নিষেক
নিষ্কাষণ করে ফেলে দিলে
ফেলে দিলে সবকিছু আয়ূধ অভিষেক
কেবলই বিনষ্টি থাকে,

তবু থাকে কঠিন নিষেধ।

কুমীরের জীবন যাপন

লুসিয়ানা দেখেছে এবার
বেশ ভালো করে কুমীরের জীবন-যাপন।
সৈকতে কাছাকাছি শ্বাসমূল বৃক্ষের বনে পবন দিয়েছে দোলা
খোলা হাওয়া আকাশ জুড়েছে,
ডানা মেলে উড্ডীন হয়েছে গোত্রহীন পেরিগ্রীন যতো
নিচে গুল্ম লতা ছেয়েছে লেগুনের লোনা জল।

সেইখানে যতো হলাহল গিলে নিয়ে
নিষ্কলুষ হিংস্রতা কুমীর তার হৃদয়ে পুষেছে।
এইসব কুমীরের আনাগোনা লুসিয়ানা কালো রক্ত দিয়ে ঢাকে।
তাই সে কি তৃপ্তিতে খায় সদ্যপ্রাপ্ত এখনো জীবনযুক্ত অভীষ্ট আমিষ!
সেই বিষ কালো রক্তে গিয়ে মেশে
লুসিয়ানার ইতিহাসে দাসেদের কৃতি আজ ফিরে আসে বিমুগ্ধ সন্ত্রাসে,
ঝংকৃত হয়ে ওঠে জ্যাজে আর কেজান বিলাসে,
তাই কি তাহারা, এখনো দেখতে পাই এতো ভালো ছবি আঁকে?
আর সন্ধ্যে হলেই ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে কার্নিভ্যাল জমে,
সেইখানে সপ্তবর্ণ সমকামী এসে ভিড় করে।

বারবান স্ট্রিটে রাতের বাতাস থেকে চেটে নেয় প্রেম
শুষে নেয় শরীরের হেম
ট্যুরিস্টের দল বাজায় মাদল।
এমন সময় ঝমাঝম বৃষ্টি নেমে আসে
আমি ছুটি একদিকে যেন জীবন বাঁচাতে গিয়ে দারুণ তরাসে
পেভমেন্ট ঘেঁষে আলোকিত স্টুডিওর জানালায় বিলম্বিত চোখদুটো ভাসে।

নিমগ্ন প্রার্থনা

(জাকার জন্যে)

আমাদের জাকার জন্মদিন আজ
এই সংসারের যতো কারুকাজ
অথবা অকাজ সব ফেলে দিয়ে, বোন,
সারাদিন তোর কথা ভাবি,
এই সংসারে বড়ো হয়ে কোন পথে যাবি?

কেবল এইটুকু ভাবি
হারাসনে পথ তোর
আমি তো জীবনভর
পথ খুঁজে পাই নাই।

যখন যেইদিকে যাই
এগারোটি মানুষের জীবনের
আনন্দের কথা ভেবে
খেটে যাই যারপর নাই।

তবুও হোঁচট খেতে হয় বারবার
সাতজন সাতবার বাধাগ্রস্ত করে
যেন এখনই নিচে ঠেলে ফেলে দেবে
কোনো এক ভয়ঙ্কর গভীর বিবরে।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয়
হয়তো বা সবকিছু শেষ হয় নাই।
তাই বারবার তোর দিকে চাই
তোর নবীনতার উষ্ণতায় সেঁকে নিতে চাই
বার্ধক্যের ঠাণ্ডা দুটো হাত।

সংগ্রাম তবুও তাই এখনো তো শেষ করি নাই।
কখনোই পরাজয় মানবি না তুই,
ছোট ছোট হারজিৎ গিলে ফেলে
দারুণ পাকসাটে উড়বি আকাশে
সাঁতরাবি সমুদ্রের নীল দরিয়ায়
পর্বত উজিয়ে যাবি এক লহমায়।

শুভ সত্য আর সুন্দরের ধ্যান একদিন করেছি নিরবে
অর্জন হয় নাই তাতে তাহাদের কিছু বটে
বুদ্ধির দোষে কেবল গিয়েছে পিছু হটে।

তাই বার্ধক্যের দুটো চোখ মেলে দিয়ে
তোর দিকে চেয়ে থাকি উদগ্রীব চোখে।

আজ তাই বলি গুটিগুটি সম্মুখে চলি চল,
তোকে নিয়ে দূর নক্ষত্রের দিকে ধাই
সত্য ও সুন্দরকে যদি এইবার পেয়ে যাই।

যদি একজনও ভাগ্যবতী হয়
তাহলেই সফল সময় তোর হবে
সেই ভাগ্য তোমাতে বর্তাবে বোন,
আমার সামান্য কথাটুকু শোন।

তবে তাই হোক
সুন্দরের স্বপ্ন দেখা হোক;
আমরা সবাই ভুলে যাবো
এই সন্তাপিত জীবনের শোক।

সমস্ত পৃথিবী আর আকাশ বাতাস
আজ এইদিনে আমাদের সঙ্গে নিমগ্ন প্রার্থনায় রত হোক।

ঘুরে ঘুরে চলে

সাভানা আর প্রেইরিতে ঘুরে ঘুরে মানুষেরা চলে,
অনেক সময় ধরে এই বিস্তৃত মৃত্তিকায়
জীবন যাপন করে তারা।
প্রতিবেশ বদলায় সকাল সন্ধ্যা আসে যায়,
এইভাবে জীবনের লেনাদেনা চলে।

এইখানে নতুন ভুবনে একদিন এসেছিল যারা
তারা ছলে বলে কলে ও কৌশলে ছিনিয়ে নিয়েছে এইসব বিশাল প্রান্তর,
বর্ণময় মানুষের জীবনের ভালোবাসা,
বিস্ময় বিভাজন প্রণোদনা পারঙ্গমতা এবং প্রার্থনা ।

আজ ঘটনাচক্রে তাদের জীবন যাপন প্রধানত চলে এইখানে।
যাদের প্রাচীন জগৎ ছিলো শুদ্ধ অনাবিল
সেইখানে লোভ হিংসা দ্বেষ এসে মেশে, ক্রুরতার খেলা শুরু হয়ে যায়।
রাত্রিদিন কখনো বা একাকার হয়। ভীতি প্রেম জঙ্গমতা বাড়ে।
আজ এই বিশাল ঐশ্বর্যের মাঝে তবুও তো সন্ত্রাস আসে,
মানুষের মননের 'পরে কালো ছায়া পড়ে অপঘাত মৃত্যুর,
তাই বুঝি যতক্ষণ বেঁচে থাকে তারা উদ্ভট উল্লাসে শুধু নাচে,
ইলিনয় থেকে লুসিয়ানা যেতে যেতে কথাগুলো বারবার কেন মনে আসে?
আশেপাশে তবুও তো ভাঙাচোরা দারিদ্রক্লিন্ন কিছু কিছু মানুষের বসবাস অহরহ
চোখে পড়ে যায়।

আর্বানা থেকে দক্ষিণে দূরগামী ট্রেন ছুটে চলে,
প্রান্তর ঘুরে ঘুরে দৃশ্যপট পিছে চলে যায় ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর বিপুল বর্তুলে,
নিবিড় বনের থেকে চাষের প্রান্তর তারপর
মাঝে মাঝে জলাশয় বিশাল বিস্তার নিয়ে থাকে,
মাঝে মাঝে বনভূমি পুড়ে যায় তারপর আবার নতুন জীবন বেড়ে ওঠে।
বন পুড়ে যায় তবুও তো বনের পাখিরা ফেরে।
ঘর পুড়ে গেলে বুঝি মানুষ ফেরে না।

শেষ যামে এতো বিত্ত এতো উপচার এই জীবনের
এইখানে এইসব মানুষেরা হয়তো বা কিনে নিতে চায়।
হয়তো বা ভেবে ফেলে এইখানে ভালোবাসা নির্ঘাৎ কেনাবেচা যায়।
তারা মনে করে জীবনের সমস্ত পশরা হাত বাড়ালেই যদি কেনা যায় তাহলে
নিশ্চয় সেই মতো মানুষের ভালোবাসা সুখ স্বস্তি
সবই যেন তাহাদের করতলে থাকে।
কিন্তু আসলে তার কিছুই থাকে না কাছে— না স্বস্তি, না মানুষ।
জীবন যাপিত হয় এবং সময় একরৈখিক ভাবে তবু চলে যেতে থাকে।

সবকিছু চলে যায় জীবনের যতো কিছু বাস্তব নির্মাণ,
মানুষের সমস্ত কর্তব্য শেষ হলে আর সব চলে গেলে
তবুও তো কিছু কথা থেকে যায়।
পাখিদের কেন যে থাকে না।

বনের কূজন তার বনেই হারিয়ে যায়,
বন পুড়ে যায়।
নতুন পাখিরা ফেরে নতুন কোটরে
নতুন দিনের গান করে। ঘর পুড়ে গেলে আর মানুষ ফেরে না।

পাখিদের স্মৃতির তাড়না থাকে না।
মানুষেরই হৃদয়ের ভেতরে সঙ্গীত বেজে যেতে থাকে,
কথা থাকে, স্মৃতি থাকে আর ভালোবাসা বেঁচে থাকে বুকে।
কিন্তু সে কখনই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না
কেননা সত্যের কাছাকাছি চলে গেলে মানুষ জীবন পেরিয়ে যায়
যাপিত জীবনে তার আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

সেই অস্তিত্বহীন জীবনের কোনো অবয়ব যদি থাকে
তাই যেন বারবার কাপুরুষ বানায় আমাকে,
মহাপুরুষেরা হয়তো বা জীবন পেরিয়ে গেলে
অনায়াসে শুষে নেয় সত্যের নির্যাস,
এই পৃথিবীর বসবাস কেবল সত্য হতে পারে বাস্তবে যদি একবার কোনোমতে
এমনটি ঘটে যায় :
আমাদের জীবনাচরণে মানুষের ভালোবাসা পেয়ে যায় আরেক মানুষ।

সেই ভালোবাসা প্রকাশিত হতে পারে আশ্লেষে চুম্বনে জঙ্ঘায় জঙ্ঘায়
জীবনের ছান্দসিক রূপকল্পের নির্মাণের ক্রিয়ার ভেতরে,
সেইখানে হয়তো বা কোনো এক মুহূর্তের শীর্ষবিন্দুতে ঈশ্বরও বসবাস করে।

এই অর্থহীন সভ্যতার মাঝখানে গিয়ে মানুষের যতোসব করুণ স্খলন
মানুষকেই বারবার প্রতিহত করে;
মাঝে মাঝে তাই সে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা বলে, কবরের আযাবের কথা বলে,
ধর্মের কথা বলে;
অথচ সমান্তরালে অবিরাম মানুষেরই রক্তপাত ঘটে—
কবরের ঘুম নামে ভারাক্রান্ত মৃত্তিকায়
ঘুম নামে জরায়ুতে অস্থিতে মজ্জায়,
আর মানুষেরা প্রাণহীন রোবোটের মতো চলে।

এমনই হৃদয়হীন কোন্ সভ্যতার মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের অর্থবোধ খুঁজি?
অথচ নক্ষত্রে নক্ষত্রে যাই
ব্রহ্মাণ্ডের অলিগলি জুড়ে পরমার্থ বুঝে নিতে চাই অস্তিত্বের।
সহস্রাব্দের শেষ পাদে কোনখানে পৌঁছোবে মানুষ?

তখনো কি নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যযামে নিদ্রাহীন সময়ের ভেতরে
অস্থির উদগ্রীব হয়ে সে খুঁজবে দোসর!
এবং ভাববে কবে তাকে পাবে আর পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তাহার জীবন?

তখন কি তাহাদের পাপবোধ যাবে?

সে কি আবার নিমগ্ন প্রার্থনায় রত হবে?

মানুষের প্রার্থনা নিমগ্নতা ছাড়িয়ে গেলে কখনও বাঁচে না
যেমন পানির প্লবতা পেরিয়ে গেলে মাছেরা বাঁচে না।

আর কবির কষ্টের কথা কখনোই স্বজনে শোনে না।

আকাশে সামান্য আলো

আকাশে সামান্য আলো,
ভোর হলো সূর্য ওঠেনি তবু,
সামান্য মেঘ-ছোঁয়া হাওয়া,
সারারাত ধ'রে ট্রাফিক চলেছে,
একটু থেমেছে হয়তো শেষরাতে,
ভোরের আভাসে নগরীর রাস্তাগুলো পুনর্বার নড়েচড়ে ওঠে।
অনেক যোজন দূরে কোথায় যে ভেঁপু দিয়ে ছুটেছে পুলিশ
খুব কাছাকাছি পাড়ার ভেতরে অ্যাম্বুলেন্স যেন এসে থেমে যায়, থিতু হয়ে থাকে।

নিচে বেশ দূরে নামহীন পথচারী অপরিচিত রাস্তা বেয়ে চলে।
আশেপাশে তেমন কোন অভ্রভেদী অট্টালিকা নেই,
নিউ অরলিয়েন্সের ম্যাটেরি শহরতলীতে বিপুল জায়গা জুড়ে বাংলোগুলো
দল বেঁধে আছে।

বহুকাল আগে লস এঞ্জেলেসে কিছুদিন থাকার সময়ে চলতে ফিরতে গতি ছিলো,
এখন তো রোগাক্রান্ত দুর্বল পায়ে দূরগামী হওয়া দুষ্কর,
হয়তো খানিক বাদে সেই প্রতিবাদে খুব কাছাকাছি এইমাত্র জেগে ওঠা বার্নস
এন্ড নোবলের দোতলার আয়েশি কুশনটি বেছে নেবো। তারপর যতক্ষণ পারা
যায় কখনো বা এলোমেলো
কখনো বা প্রতীক্ষিত নতুন বই পড়া।

পৃথিবীর কোথাও স্বস্তি নেই বলে হয়তো বা বইয়ের জগতে কিছু স্বস্তি পেতে চাই;

তবু পৃথিবীর মানুষের দুঃসংবাদ শেষ হয় নাই,
প্যালেস্টাইনে গাজা স্ট্রিপে আফগান তল্লাটে শেষ হয় নাই মানুষের দুর্দশার
যেখানেতে নিরম্বু প্রবেশ প্রকুপিত শক্তিময়তার।
এদিকে পশ্চিম আকাশ অবিরাম শোনায় বিবেকের কথা। অথচ এই এলাকায়
চতুষ্পার্শে বিচরণ করে পদস্থ বিবেকহীনতা, বিত্তবান দুশ্চক্র। আর তারা

জোম্বির মতো চলে,
বিবেকবিহীন স্পর্শকাতরতাহীন মৃত মানুষেরা যেন এইখানে আনাগোনা করে।

বন্ধুহীন এমন প্রবাসে দীর্ঘকাল পরে জননীর মুখ মনে আসে,
দুর্ভাগিনী স্বদেশ আমার কোন দিকে যাবে এখনও পায় না পথ।
কখনো বা ব্যর্থ মনোরথ বিষয় আশয় নিয়ে
কেবল নিরন্তর সারমেয়-কাড়াকাড়ি চলে।
এইসব সাধারণ জীবন যাপন এইসব চর্বিত চর্বণ
এইসব স্খলন ব্যত্যয়
এইসব পূর্বাপর হঠকারিতার সংহার হবে কবে?

কবির নিয়তি

এ জীবনে সবকিছু মিলে গেলে কিছুই মেলে না,
তাই তো হয় না মিল জীবনের হিসেবখাতায়,
যদিও শেষের প্রান্তে যেতে যেতে আশা করি হয়তো বা
মেলাবেন তিনি যেমন জেনেছি পৃথিবীকে,
যেন মেলাবেন তিনি মানুষের যত চাওয়া আর পাওয়া, আর মিটে যাবে সব সন্তাপ।
কিন্তু তা হয় না কখনো। জীবন কখনো সয় না সবকিছু পেয়ে যাওয়া।

মানুষের আনন্দের ঋণ বার বার যাতনার মধ্যে চলে যায়।
সংঘাত বিস্ফোরিত হয় প্রচণ্ড আঘাতে।
না পাওয়াই তাকে টানতে থাকে কোনো এক অমোঘ প্রান্তিকে। কোনো এক পরিণতি তাকে ডাকে। তাকেই কি ভাগ্য বলে লোকে কোনো এক সুপ্রাচীন বোধের আলোকে? কোনো এক বোধের আলোকেই জ্বলে ওঠে আঁধার কাটানো একটিমাত্র প্রদীপের শিখা অনামিকা, যাহাকে মানুষ আশা বলে ভ্রম করে। আর থাকে জীবনের বাঁকে বাঁকে অপার বিস্ময়। সেই মৃন্ময় বিস্ময় দিয়ে জীবন তার কুহেলিকা বোনে। যাপিত জীবনের যতো প্রণালী পরিমাপ অভাব প্রাত্যহিক প্রতুলতা— সব কিছু নিয়ে তার থাকা। তবুও তো মাঝে মাঝে সেই মনোভূমি ফাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু সে দেবে না কখনো প্রাতিস্বিক দুঃখের কোটরে সামান্য সত্যের শীতল প্রলেপ। মানুষের কঠিন নিয়তি তার চতুষ্পার্শ্ব নিয়ে বাঁচা। তার বাইরে বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকে না। তাই বস্তু থেকে কেবলই সে অব্যাহতি পেতে চায় মননের প্রত্যন্ত প্রদেশে— তার কানে কানে কথা কয় গান। চলিষ্ণু চেতনায় সেই বোধ কাজ করে। অনবরত শোনায় ভাষার প্রলাপ অথবা বর্ণের নির্মাণ। বর্ণে-শব্দে-ধ্বনিতে অবয়বে অনন্তকাল ধরে চলে জীবনের প্রতারক এই আশ্বাস— এই তার খর পরিণাম যদিও প্লেটোর সময় থেকে কবির পশ্চাতে ধাবন করছে একদল ক্রুর আততায়ী।

তবু এই জঙ্গমতা, এই দোলাচল, এই অন্তর্লীন সন্ত্রাস এই অভিজ্ঞান অদৃশ্য শক্তির মতো চালায় কবিকে অবিরাম।
এই হলো কবির নিয়তি।

বিবর্তন

বির্বতনেরও রসিকতা আছে।
মানুষের পাখা নেই, কিন্তু পাখির চেয়েও দক্ষ উড়বার ক্ষমতা পেয়েছে সে।
মগজের কোষে কোষে কি সমস্ত সৃষ্টির বারতা লেখা আছে? সবকিছু স্বয়ংক্রিয় হবে কি কখনো? কিন্তু তবু কেন মনে হয় একটি চৈতন্য যেন সকল কিছুর অগোচরে কাজ করে। ভেতরবাড়ির নিগূঢ় আয়তনে বিবেক বিশ্বাস প্রবণতা সব কিছু একদিকে গেলে পরে কী এক ইন্দ্রজাল রচিত হয়ে যায় মানুষেরই কল্পনার গহীন ভেতরে!

কল্পনা কোথা থেকে আসে! আকাশে বাতাসে ভাসে!
হয়তো বা অনন্তকাল ধরে থাকে অন্তরীণ ভেতরবাড়িতে তার।
চক্ষু কর্ণের শক্তি কমেছে আজ
এখন দ্রুতলয়ে কম্পমান হাতে খাতার ওপরে অক্ষর জড়িয়ে আসে।
আর পাতার ওপরে পিঁপড়ের মতো চলে যায় সারি সারি বোধ স্মৃতি গান কোন গূঢ়তম নৈঃশব্দ্যের দিকে।

সেই নৈঃশব্দ্যের অর্থহীনতার পরে কবিতাও থাকে এবং তখনি আমার কম্পিত বুকে লম্বমান সন্ত্রাস এসে ঠেকে।
অনন্তকাল ধরে এই বিবর্তন চলে আর নিয়তির মতো ঠেলে দ্যায়
ক্রমশ কবিকে শেষহীন কোনো এক কঠিন বিচারে।

ধবল রাস্তায়

ডালাসের ধবল রাস্তায় যেতে যেতে মনে হলো এ পথেই তো মানুষেরা যায়,
মাঝে মাঝে মগ্ন স্রোতের মতন গিয়েছে চলে আঁকা বাঁকা মিসিসিপি নদী,
নিরবধি এই পরিক্রমা পুনরাবৃত জীবনচক্র হতে ফিরে আসা, ফের ফিরে যাওয়া।
বারবার এমনি করে চলা অনুকম্পাহীন জীবনের চলমানতার মতো অবিরত
অন্যকিছু চাওয়া।

চক্রবালের ওইদিকে অবিন্যস্ত হাওয়া। যাপিত জীবন থেকে প্রত্যন্ত মননের
পাতাল গহীনে যাওয়া, বারবার ফিরে আসা বারবার ফিরে যাওয়া—
নতুন পৃথিবী যদি থাকে, যদি তাকে কোনোমতে এই বেলা চিনে নেওয়া যায়।
এই প্রাপ্তির ক্ষীণতম আশা নানান ভাষায় ছন্দে যতিতে উপমা রূপকে
জীবনের অর্থবোধ খুঁজে নিতে চায়।
এদিকে হঠাৎ করে নিস্নচাপ বায়ু থেকে মেঘমালা হয়ে ঝরে জল,
অবিরল ঝ'রে যেতে থাকে।
ফাঁকে ফাঁকে রোদের ঝংকার সেতারের ঝালার মতন,
বেহালায় ছড় টেনে ওঠে অকস্মাৎ রবিঠাকুরের গান
মনের ভেতরে এই সুদূর প্রবাসে।

মননের একদিকে গুপ্ত থাকে অনন্যতা
অন্যদিকে অতি সাধারণ কিসের বারতা বাধ সাথে যাপিত জীবনের চলার
স্বাভাবিক ছন্দময়তায়,
আনন্দের কম্পিত চরণ কেবল বয়ন করে চলে
পুরোনো স্মৃতির সুতোয় মসৃণ পুরাতন কাপড়ের কাঁথার সেলাই,
কথকতা পুরাণের ফুটে ওঠে কাঁথার ঢেউয়ের খাঁজে খাঁজে।
ঝরে জল, মেঘের মাদল বাজে ভেজা বাতাসের চাদরের জনান্তিকে,
ঢাউস বৃষ্টির ফোঁটা সঙ্গত্ করে চলে মনে।
এ কেমন বৃষ্টি এলো যেমন বাংলায় ঝরে অবিরল,
এখানেও চারদিকে বিশাল জলাধার, জল ঝরে গিরি পাদদেশে
ডালাসের সমতলে অবিরল জল ঝরে আজ।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড তালি দেয় বাজ।
মনে হয় চারদিকে গাছেদের, মেঘেদের, বাতাসের কার্নিভাল জমেছে প্রচুর।
অগণিত পথচারী এই পথে চলে গেছে কবে
তবুও তো তাহাদের পথ চলা শেষ হয় নাই।
প্রজন্ম গিয়েছে অনেক তবুও তো পৃথিবীর মানুষের ভিড় কমে নাই।

সহস্র সৌরবর্ষ ধরে ঘুরছে পৃথিবী মহাকাশে, ঘুরেছে চতুর্দিকে গ্রহতারা নক্ষত্রের দল। তবু সেই চক্রব্যূহ ভেদ হয় নাই। অবিরাম বিবর্তন পৃথিবীর বুকে অনবরত চলছে এখনো। তবুও তো মানুষের প্রকৃষ্ট স্বরূপ পৃথিবীর 'পরে দেখা দেয় নাই। কেবল মানুষের আশেপাশে পৃথিবীর আনন্দের পরিবেশ যতো শেষ হয়ে আসে। আর আজ মধ্য দুপুরে মেঘাবৃত আকাশের নিচে বিদ্যুৎ চমকে বিধ্বংসী প্রতীকগুলো অতিকায় বড়ো হয়ে ভাসে ডালাসের বর্ণসচেতন প্রখর আকাশে।

এ কোন চঞ্চলতা

এ-কোন মুগ্ধ চঞ্চলতা দিয়েছ আমাকে
কতকাল হলো স্বস্তি পরাহত।

এই পরিপার্শ্ব থেকে এঁকেবেঁকে নদীগুলো চলে।
আমার ভেতরে চলে নিরবধি তেমনি এক নদী
রাশি রাশি জল অবিরল ছলচ্ছল চলে।

দুই তীর জুড়ে কখনো বা রঙিন ফসল
কখনো বা রুদ্রতাপ শুষে নেয় জল
অবিরল হলাহল উঠে পড়ে।

বাঁকে বাঁকে কি আশ্চর্য বারবার তবুও তো নতুন বিস্ময় খেলা করে।

কামুকের মতো

কামুকের মতো প্রথমত ধ্বক করে ওঠে বুক
সমূহ অসুখ ধূপ-ধুনো সরল গরিমা যতো,
শরীরের ভাঁজে থাকে যোনি বা নিতম্বে থাকে
বাঁকে বাঁকে কোন এক বার্তা হেঁকে যায়।

বুকের মধ্যে কারো জন্যে করুণ কৃপায়
জমে সমূহ মৌতাত তাতে রচে কারো বৌভাত,
কারো ভ্রূণচক্রে নড়ে চড়ে ওঠে প্রেম;
কোনো নিকষিত হেম নয় ক্রন্দনে
সফেদ চাদরে আদরে ভাদরে
এবং সাদরে ঘনিষ্ঠ আশ্বিনে কার্তিকে কখনো বা
হেমন্তের হিম বায়ু থেকে ঝরে জল,
শিশিরের ক্রমান্বিত হলাহল পরিশেষে
শ্বেত চন্দন হয়ে শোভে
রসকলি কাহার কপালে!

আর কাহার কপোল অমল ধবল হয় মাছরাঙা জলে
নীলগন্ধা স্রোতে ফোটে নীল উৎপল,
বরাভয়মুদ্রা নিয়ে থাকে বাঁকে মূল মূলাধার।
এইসব ঘোর কলরব তাহাদের লোল চর্মে
বহুতল দাম্ভিকতা আনে।

তাহার পরেও ভয়ঙ্কর দায়বদ্ধতায় থাকে কবি

আর মৌলবাদী হুঙ্কারে আজকাল কাঁপেন ঈশ্বর।
অতএব কোথায় দোসর পাবে কবি?

আলোকের দুধরাজ

মানুষের তপস্যা শেষ হয়ে গেলে
আলোকের দুধরাজ যায় উড়ে দূরে
সুনিদ্রা শেষ হলে স্বপ্নের সন্নিধি বেড়ে চলে
অলীক প্রহরে

অথচ সমস্ত আয়তনে তোমার প্রতীক্ষা
শেষ হয়ে গেলে চূড়ান্ত মানবিক কিছু
মেলে না শরীরে মহীরুহ অন্ধকার ছাড়া
কঠিন নিদ্রাহরা

তখন অনেক দিনের অন্ধকার কায়াগুলো
ছায়া হয়ে প্রণিপাত করে নিভৃতে
নাড়িতে শোণিতে তড়িতে চমকে গহীন নদীতে
ভিতরবাড়িতে তার

কতো প্লবমান স্মৃতি প্রীতি নরম পলিতে
তথাগত গিয়ে মেশে মিথ্যা প্রণিপাতে ভেসে
চলে যায় হলাহল নিরবলম্ব অন্তর্জলি-পথে
উজ্জ্বল প্রত্যয়ে নয়
কুটিল কেলাসে

প্রেম অপ্রেম সব কলরবে গিয়ে মেশে
অবয়বে তোমার তনুতে মরমে অণুতে রূপকে যমকে
অনুভবে অনুপাতহীন কীর্তিনাশা বান ডাকে
অনিবারণীয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর রাতে
যেন এক ডুবো জলোযান অতি দ্রুতলয়ে চলে
তারপরে প্রবল প্রলয়ে দেয় নাড়া

ফুটে ওঠে কোমল কানাড়া কখনো বা প্রোজ্জ্বল প্রত্যয়ে
কখনো আশ্বিনে ফসলের ক্ষেতে উর্ধ্বগ্রীবা আলোকের মতো
অনুপাতে সম্বলহীন বিপুল বাতাসে কখনো হুতাশে
নারঙ্গী ও নীলে লোফালুফি রঙিন বলের
প্রজাপতি পাখনার রূপোলি ফলের হরিৎ শস্যের
শব্দের শীৎকার

কী বোঝাই তোমাকে প্রিয়া আমি দীনহীন
প্রায় হৃতবাক কারুকলাহীন সারাদিন
কেবল তোমাতেই সমর্পিত ধ্রুবপদ বাঁধি
এই সন্ন্যাস এই সমূহ ঝংকার

তবু দেখ চতুর্দিকে এই বঙ্গে চতুরঙ্গে
কৃতবিদ্য কামুকেরা স্বপ্ন বেচাকেনা করে
দারুন ক্রেংকারে পর্যুদস্ত স্বয়ম্বর সভায়
টেনে ধরে দ্রৌপদীর শাড়ি তরবারি
কাটে শব্দ আর পাকে রণিত জংঘা রমণীর
তাহারাই দিবসের শেষযামে মরণোত্তর পায়
অনন্তর মৃত্যু হয়
তবু তড়পায়

আর আছে এক দঙ্গল করুণ দ্বিপদী
দুধরাজ চেনে না তো পেরিগ্রীন ভালো করে চেনে
স্বদেশে বুভুক্ষু ছিলো প্রবাসে প্রণম্য পদলেহী হয়ে থাকে
অতঃপর আশাতীত ভাগ্যবান বনে পচা রণে
সেই থেকে নিজ মুখে নিষ্ঠাবন ছোঁড়ে
সেই থেকে স্বদেশ হয়েছে পর
আর ক্রমান্বয়ে অভিবাসী হীনমন্যতায় ভোগে

তবু আমি সন্ধান জানিনি কোন বহুব্রীহি বাথানের
থেকে গেছি এই মাঠে ঘাটে উড়ানির চরে হালটে হালটে দেখেছি বটের বৃক্ষ
সূক্ষ্ম কোনো বুদ্ধির গমকে দমকে ছমকে মেলাতে পারিনি হায় হাতে
রুপোলি বৃক্ষের ফল

এই রাতে এই হাতে কলম চলেছে তাই তুলিতে ও রঙে নানা ঢঙে
বারবার এসে যায় স্বর্ণকুম্ভ মাতৃস্মৃতি লোকগীতি চর্যাপদ
পঞ্চকবির গান বলবান হৃদয়ে মেলায় প্রসন্ন গৈরিক
আর এই মাঠ আর বন আর সঙ্কুচিত হরিৎ প্রান্তর।
তবুও তোমার কথা মনে আনে
গানে গানে সেই প্রাচীন বারতা আর চারদিকে রটে যায় ক্রমে—
সংগ্রামে কর্ষণে শ্রমে আমি বটে এই বাংলার।

টীকা :
বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় বহু প্রজাতির পাখির মধ্যে দুধরাজ একটি অনিন্দ্য সুন্দর পাখি। শরীরের অধিকাংশ দুধের মতো সাদা। চোখ নীল, ঠোঁট নীলচে রঙের। মাথায় নিকষ কালো চুলের মতো রঙ যেন এত রাশ চকচকে ব্যাকব্রাশ করা চুল। যখন উড়ে এসে গোত্তা দিয়ে কীট-পতঙ্গ আহার করে তখন উজ্জ্বল আলোর রেখার মতো মনে হয়। সারা শরীর মনে হয় সব সময় ধোয়া মোছা যেন আলো ঠিকরে পড়ছে তার চতুর্দিকে।

হেলায় হারালে

হেলায় হারালে যদি সকল স্বস্তি বস্তি ও করতলে
আর ফিরে পাওয়া যাবে কি কখনো
পরম অস্তি পরবর্তী ক্রিয়ায়,
যে কেবল দ্বেষ ক্রোধ রিরংসায় মাতে
সম্মুখে অথবা বিপরীতে নিরম্বু মধ্যরাতে,
হেলায় হারালে পরে সব কোনো জীবন যাপন
কোনো কলরব সমূহ বপন তবে জীবন করে না ক্ষমা
নিরূপমা, তখন কেবল কবির নির্জনে থাকে
কোনো এক গভীর রোদন।

অন্তর্জলি

সাভানায় প্রেইরিতে তুন্দ্রায় অনেক হয়েছে ঘোরা
মাত্রাহীন সময় গিয়েছে বার্তা ছুটেছে কতো চারদিকে
খোলা ঝিনুকের মতো দুটো চোখ শুষে নেয় দৃশ্যাবলী
ভেতরবাড়িতে রাখে কোনো দিন মুক্তা হবে বলে;
জীবনের বিপুল যাত্রায় কবি জানে তা হয়নি এখনো।

কোনো কোনো বিন্যাস কোনো কোনো কথা কখনো সন্ন্যাস
কিছু কিছু রেখে যায় আলো যার কিছু পশ্চিমে মিলালো,
আর কিছু আলোক-কণিকা পূব দিকে উঠে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে চলে
যেন সপ্তম আসমান থেকে ঝরে ফুলঝুরি নূরানির, কখনো বা বিদ্যুল্লতা দোলে,
দুলে যায় বুকের ভেতরে করুণার ক্রমান্বয় ধারা হাজার বছর,
পরম্পরা রচে প্রত্ন-ইতিহাস যত্নে রাখে ঢেকে প্রাচীন তৈজস সোনালী শষ্যের বীজ,
অগণিত মানুষের প্রেম লেখা হয় কখনো হায়ারোগ্লাইফিকে কখনো বা বিশুদ্ধ গণিতে,
মানুষের ধমনী শোণিতে কণিকায় কণিকায় বর্ণের মাণিক জ্বলে ওঠে।
যেন মহাকাশে ঘুরে ফেরা অর্বুদ নক্ষত্রের দল বাজায় মাদল
সৃষ্টি যজ্ঞে হোম জ্বালে তারা, মহাকাল অশ্বমেধ করে।

অনেক তো হেঁটেছি পথ, পেরিয়ে এসেছি কতো চরাই উৎরাই
হাঁটা পথে যেতে যেতে হোঁচট খেয়েছি কতো তার সীমা নাই;
ইছামতি নদী থেকে হেঁটে হেঁটে ফুলজোর তীরে গেছি,
ঘাটে দেখি কলসি কাঁখে কোন পদ্মাবতী মুহূর্তে মিলিয়ে গেল হালটের বাঁকে;
তখন শীতের দিন বিমর্ষ বিকেল মটরশুঁটির ক্ষেত ঘেঁষে কুয়াশা নেমেছে ঢের,
বাথানে বাথানে ফিরেছে ধবল গাই, গোধুলির হাম্বারব তখনো শোনা যায়,
আকাশে সিঁদুর রং ধীরে ধীরে দোয়াতের গাঢ় কালি হয়
অন্ধকারে হাতড়াই পথ, মনোরথ ভেঙে ভেঙে ফুলজোর চরে পড়ে যায়।

সেই সে আঁধার থেকে জোনাকিরা জ্বলে ওঠে নক্ষত্রের মতো
আর বিক্ষত বুক নিয়ে নদীতীরে বসি, শেয়ালের হুক্কারব ওঠে,

অকস্মাৎ লগি টেনে টেনে কোষা বেয়ে যে মানুষটি ঘাটে ভেড়ে
অন্ধকারেও মনে হয় তাকে তো চিনেছি সে তো পিতৃদেব
পরণে শেরোয়ানি ফেজটুপি মাথে এতো রাতে ফেরত ট্রেনে কেন এসেছেন
সেটা তো জানি না।

এই দোমনায় দুদিকে টানছে যখন হৃদয় সন্তাপ
তখনি যেন ফুলজোর হয়ে যায় যমুনার ঢেউ,
লক্ষীপেঁচার ডাক কাকে যেন সচকিত করে যায়
উঠে পড়ে কোজাগরি পূর্ণিমার চাঁদ অদভুত নীল ফাঁদে,
স্বর্গীয় দুধের ফেনা উপচে পড়ে আকাশের আঙিনায়
তারপর আবার মিলিয়ে যায় সব ছবি, কবি হাতড়ায়,
মৃদু মৃদু কেঁপে যায় স্মৃতির পর্দা ভাঁজে ভাঁজে তার নানা রঙ
অরূপ প্রতীক যেন নানা ঢঙে ঝিকিমিকি করে, আবার মিলায়।

উদাস দুপুরে গ্রামের উঠোনে কতোসব পৃথুলা রমণী
ধমনী কাঁপিয়ে চলে কখনো বা ধরণীও কাঁপে,
এক বাঁও দুই বাঁও গভীরতা মাপে হৃদয়ের কোনো এক অরূপ সারেং;
সেই অনিন্দ্য তরণী এই শীতরাতে তরল জ্যোৎস্নায় ভেসে যায়, ভেঁপু বাজে,
ছলছল জল কেটে অলৌকিক তরণী এগোয়, আপার লোয়ার ডেকে
এঁকেবেঁকে চলে রমণীরা। হয়তো রমণী নয় হয়তো বা মাছরাঙা যায় উড়ে
বর্ণগন্ধময়, অথবা হয়তো বা মাছরাঙা নয় রুপোলি চাপিলা মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে যায়,
চকচকে রুপোলি প্রস্তাব ঠিকরায় চাহনিতে।
ভ্রান্ত গীতে সবুজ রমনায় আঁচল উড়িয়ে দিয়ে ঘুরছে যেন বিমর্ষ ভাগ্য-চাকায়
নগরীর নিবিষ্ট সংক্রামে জংঘায় স্তনে যৌবন বারতা নয় নেশা নয় পেশা যেন,
রুপোলি বৃক্ষের ফল চেয়ে নেয় তারা দয়াহীন জীবন যাত্রায়।

এই কি জীবন তবে?
এ তো শ্যামসম নয় তবু মরণের ডাক চাকার ঘর্ঘরে ঘুরে যায়,
ঘোড়াদুটো টেনে নেয় গাড়ি,
পিঠে পড়ে সহিসের দারুণ চাবুক সপাং সপাং।
ওই যুবকের সাথে এতো রাতে কোথায় যে ছুটেছে যৌবন;
কবির যৌবন যায় কবির জীবন যায়,
কতো শতো অবয়ব ভেসে যায় আকাশ গঙ্গায়,

বুড়িগঙ্গায় এসে মেশে ফেনায়িত বর্জ্য যতো, লুটেরা লুণ্ঠন করে মাটি,
পুতিগন্ধে ভরে যায় বুক, ডুবে যায় গ্রীবা ও চিবুক।
লঞ্চের পানি কেটে যাওয়া সে তো পানি কাটা নয় সে যে চকচকে ছুরি,
নদী নয় সত্তর পার হলে এ কোন রক্তগঙ্গা বয় দেশময়, এ কোন মারণযজ্ঞ,
এ কোন নতুন নতুন রঙ্গ এ কোন আণবিক ঝড়, মানবিক বিবেক কুণ্ঠিত,
লুণ্ঠিত লজ্জা যেন পড়ে আছে নদীর কিনারে,
পড়ে আছে পথের প্রান্তে
পড়ে আছে দূর সীমানায়;
কবি ছোটে
পিছে ছোটে ঢেউ
আর তার পিছে ছোটে ফেউ — দ্রুত পদপাতে ধাওয়া করে চলে এক উন্মত্ত হুলিয়া।

ছোট ছোট মৃত্যু হয় প্রতিদিন, চরাচরে কোনোখানে বরাভয় নেই,
শব্দ শিকার করে ফেরে কবি জনপদে জনপদে পথে ও প্রান্তরে হারায় না খেই,
কোনো রীতিনীতি নেই কোনো গীতি বাদ্য নেই কেবল উঠেছে শোক মাঠে মাঠে
গঞ্জে গ্রামে ভঙ্গে ব্যর্থ প্রেম,
কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে ধোঁয়া, অস্ফুট ক্রন্দিত আকাশের নিচে,
দারুণ তরাসে ধূমকেতু ছোটে লাভা ফোটে অগ্নিমুখে তার।

তারপর দৃশ্যপট কেমন বদলে চলে, কাল ঝড় উঠেছিলো মনে হয়,
ফুলে ওঠা মশারিতে বিছানা চাদরে ঢেউ উঠেছিলো, ঢেউ উঠেছিলো বরতনু ঘিরে
দেহের আদলে তার দারুণ শিহরে ঢেউ উঠেছিল,
ঢেউ উঠেছিলো তার স্তনাগ্রচূড়ায়,
শ্রোণীতটে বুঝি ভর করেছিলো গুরুভার ব্যর্থতা, আর ভাঙা কশেরুকা;
এমনকি ভেঙে পড়েছিল বসত বাড়িও।

ভাঙা চাতালের থেকে দূরে চেয়ে দেখো ওই নদী ভেঙে নেয়, সব ভেসে যায়,
বানে ভাসে চরাচর কনককুম্ভ ভেসে যায়,
তুমুল স্রোতের তোড়ে মাটির গভীরে ঢোকে পলি
বানে ভাসা যমুনার তীরে তীরে;
তবু ডাক দিয়ে ফেরে কোন বনমালী? 'রাধিকা রাধিকা' ব'লে কাঁদে,
এ তুমি পড়েছ কোন ফাঁদে, মরণ আসে না কেন, এ কোন জীবন?
প্রতিটি প্রহর যেন বিস্ফোরক হয়ে ফোটে,

যেন মৌলবাদীর স্থূল দাম্ভিকতা গোঁয়ারের মতো লোটে
ফেলে যাওয়া দানাপানি আর ফেনা তোলে তার মুখে কঠিন অসুখ।
পারঙ্গম অতি, পরমত সহিষ্ণুতা নেই অতঃপর মৌলবাদী হয়েছে ভালুক; খুনের
আসামী হয় লালসালুটার সভাসদ। এ কোন আপদ হায় এসেছে বাংলায়!
তবু পরিযায়ী পাখিরাও আসে আমাদের প্রতিবেশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। চারদিকে
সবাই বিলক্ষণ আদর্শের কথা বলে ততক্ষণ যতক্ষণ উপদেশ দেওয়া চলে,
আর সবকিছু ভেসে যায় তখন যখন স্বার্থের ঝাপট লাগে আদর্শের নৌকোটার
ফুলে ওঠা পালে। তবুও মাছের দল সাঁতরায় অবিরাম সাঁতরায় শৈবালে শৈবালে।
অথচ কুশাগ্রবুদ্ধি যাদের তারা সততই কৃতনিশ্চয় তারাই কৃতবিদ্য হয়
জবরদখলদার বনে যায় বিশাল বিদ্যাধর সকলগুণের আকর
যেন হেনতেন কতো কিছু সামলায়।

অন্ধকার কেটে গেলে পূবাকাশে তাকিয়ে দেখি একি আলো একি জ্যোতি !
আজ তুমি করেছ একি প্রাজ্ঞপারমিতা?
এ কেমন স্ফটিক মূর্তি এ কেমন সুডৌল মর্মর,
ওই স্তন ওই কটিদেশ এই সমাবেশ কোথায় লুকিয়ে ছিল?
সে কি ছিল কঠিন পাষাণে
সে কি ছিল শূন্য বিমানে
সে কি ছিল ভাস্করের নির্মাণে নির্মাণে?
সে কি ছিল মুগ্ধবোধ সুন্দরের গহীন ভেতরে!

রমনার আশেপাশে ফিরি নিউমার্কেট থেকে কাঁটাবন হয়ে,
রেলের লাইন ধরে নীলক্ষেত পাশে ফেলে বরাবর বিদ্যাপীঠে উঠি।
হলের ক্যান্টিনে একদল তরুণ তাপস ঝড় তোলে কাপে,
উস্কুখুস্কু চুল রক্ত-চোখ, সিগারেটে সিগারেটে দিনক্ষণ মাপে,
রিলকে থেকে শুরু করে আরো দূরে চলে যায় হেঁটে হেঁটে,
কখনো বা কাম্যু কখনো বা বোদলেয়ার আসে,
কখনো বা র‍্যাঁবোই প্রধান ব'লে মনে হয়,
হ্যামলেট মাঝে মাঝে এসে সোলিলোকি ভাঁজে
কখনোবা ওফেলিয়ার মৃতমুখ আধো অন্ধকারে ভেসে ওঠে;
ঘুরে ঘুরে এলোমেলো কত কী যে আসে আর বারবার চলে যায়,
কৃশ মানুষেরা আসে শ্মশ্রুময় পণ্ডিতেরা আসে
সুধীন জীবনানন্দ খাবি খায়, প্রায়শই উঁকি দেয় মার্কস ও লেনিন,

কমরেডের দল হাততালি দিয়ে ওঠে কখনো সখনো,
কখনো সখনো খানসেনাদের দোসরেরা আসে ভিন্ন চেহারায়।

নানা মুখ নানা ঢঙ আসে আর চলে যেতে থাকে মধুর ক্যান্টিনে,
এরই ফাঁকে ফাঁকে অ্যাশফল্টের রাস্তার আশে পাশে
দীর্ঘ বৃষ্টিবৃক্ষগুলো সবুজ ফোয়ারার মতো ঝরে
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে আততায়ী বসন্ত উঁকিঝুঁকি দ্যায়।

এমনি বসন্তে এক কাজল গাছের নিচে সঙ্গোপনে কয়েকটি তরুণ তরুণী
সেই সে প্রথম চোখে চোখে ভালোবাসা দেয়া-নেয়া করেছিল
সেই সবুজ নির্ঝরের ভেতরে ভেতরে সেদিন তো ফুটে উঠেছিল সহস্র কিংশুক,
বুকের মধ্যে সেই বর্ণের আগুন চেপে নিয়ে
একদিন জীবিকার সম্মুখীন হয়েছিল তারা।
সবাই কেমন করে একরৈখিক সময়ের দোলাচলে মিলিয়ে যায় দিগন্তরেখায়,
কখনো বা কালাপানি পাড়ি দেয় কেউ
কেউ ফিরে আসে বসত বাড়িতে কেউ বা ফেরে না ।
কেউ থেকে যায় হাজার মাইল দূরে কোন এক বাঁকা ঠিকানায়।

তাদের সঙ্গে চলে কখনো সখনো সেও
ধবল রাস্তায় আনমনে হাঁটে,
চোখ ঠারে কোনো এক নব্য কামিনী
সুগঠিত কঠিন রমণী হিংস্র ধমনী ছেঁড়ে।

তবুও সে ভেবেছিল এই মোহন যাত্রায় সেও বুঝি কুশীলব হবে
হয়তো বা স্বপ্ন-সারথি হবে প্রশস্ত রাজপথে এবং পৌঁছে যাবে প্রাক্কলিত ঠিকানায় তার
যেখানে জীবন সর্বক্ষণ বসন্তের কাছাকাছি ঘোরে,
কখনো বা ঘোরে ফেরে নগরীর অলিতে গলিতে
রাস্তার পাশে দ্যাখে গনগনে উনুনে সেঁকে নানরুটি দোকানীরা
তন্দুর থেকে বাঁকা শিকে তুলে নেয় সুগন্ধি মাংসের ডেলা,
আধো অন্ধকারে খদ্দের খুঁজে ফেরে রাতের পাখিরা।

যখন সে ফিরে আসে ধবল রাস্তার পাশে
নিজের বাসরে, দৃশ্য বদলে যায় ঘনিষ্ট আসরে

বিজলী আলোর ফাঁদে, এই রাতে স্পষ্ট চেয়ে দেখে
সোঁদরী বাঁদরী হয় অসম সঙ্গমে।

স্মৃতিময় পঁয়ষট্টির অনেকে তো নেই, কেউ কেউ জানা ঠিকানায় আছে,
কেউ কেউ চলে গ্যাছে অজানা সঙ্গমে,
পালাক্রমে দিন যায় রাত আসে।
সার্ত্রে ঘুমিয়ে আছে টিপয়ের 'পরে খোলা জানালার পাশে পাতা ওড়ে হোমারের
সফোক্লিস মাঝে মাঝে হাসে চোখ ঠারে ইউরিপিদিস
ভ্রূ ভঙ্গি ক'রে ফেরে আমুদে চার্বাক;
এই ক'রে ক'রে হয়তো বা দিনগত পাপক্ষয় হয়,
বিলয় বিলয় সাধে রিভিয়েরা বীচ,
দূর সৈকতে খেলা করে একদল তরুণ তরুণী
যেন কাটে সুখ মার্জিত কিরীচ,
ফিশারম্যানস হোয়ার্ফ জুড়ে গোল্ডেন গেট ঘেঁষে উজ্জ্বল উরুগুলো চলে,
গুরু নিতম্ব তরঙ্গ তোলে দুলে ওঠে ব্রীজ।
ইম্‌পালা সেঁধিয়ে যায় গভীর টানেলে।

হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়,
গুরুদেব বলেছিল, দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
তবুও শ্রমণ কেন আর্বানা হয়ে আর্জেন্টিনা দিয়ে ফিরে ফিরে আসে,
হারুণা মারুতে করে হলুদ হংসীর দেশে যায়। অথচ সেই বা কেন ঐ দূর
লোনা জল ফেলে রেখে পদ্মার বুক চষেছিল! জোড়াসাঁকো হয়ে পতিসর ছেড়ে
রামপুর বোয়ালিয়া কাঁদে। শাজাদপুরের পাশে ঘাসে ঘাসে হীরক স্ফটিক যখন
খেলা করে তখন কোন ভালোবাসা আশাহত হয়েছিল কোন ভালোলাগা মুখ হঠাৎ
করেই দুর্মুখ ঠাওরালো তাকে! আলো ওঠে জ্বলে। আবার তো নিভে যায় পলে
অনুপলে। শেয়ালের ডাক শোনা যায়, শোনা যায় হায়েনার চিৎকার। ভিটেমাটি
সব ভেঙে যায় যদি কলরব করে ঘরবাড়ি আর কঙ্কাল দঙ্গল বেঁধে নৌকোয়
চড়ে। রামপুর বোয়ালিয়া উঁচোয় মাস্তুল। এইসব ভুল। এইসব লুপ্ত প্রেম
রঙ্গালয়ে দেখে লোকে।
দ্যুলোক ভূলোক হয়ে ঘোরে ছোটো ছোটো ধূলোর ঘুর্ণি, পদ্মার মন্ত্রমুগ্ধ চরে
কখনো গোচরে কখনো আড়ালে।

ঘুরে ঘুরে যখন পঞ্চাশ হয় গত। হতাশ্বাসের মতো হা হা পদ্মায় গুমোটে ধরেছে
ঝড় কুড়কুড় বিদ্যুতে। বন্যার ঢল যতো নেমে আসে ততো ভাসে শব, গ ুষ
ভ'রে হলাহল পান করে। তীরে খাড়া পাড়ে কখনো সখনো পঞ্চবটির তলে
ভৈরবী খোঁজে কাপালিক। অথচ বাস্তুভিটায় হাজার শালিক চড়ে। ভদ্রাসন ভেসে
যায়, অভিশম্পাত যদি আকাশবাণীতে আসে তাহলে আবার কোন জনমের সাধে
লুকোবে কোথায়? শেষকালে হায় এই বঙ্গের ফাঁদে ? অনেকটা পথ দীর্ঘ শপথ
এই ভূমে এসেছিল। শোনা যায় যেন বেরুবার পথ তারা খুঁজে পায় নাই।
তাহলে আজকে দূর অভিবাসে নৃত্য করছে আকাট মূর্খগুলো। আর এই তটে
ভ ভক্ত রিপু আসক্ত বন্দিছে ভগবানে।

এমন তর্ক কূট বিতর্ক সব ফেলে দেবো তোমার রাতুল পায়ে
যদি একবার ওমৃণাল বাহু জড়ায় সন্নিপাতে।
সেইখানে যদি পারিজাত ফোটে নন্দনে নন্দনে
তাহলে সেদিন ছড়াবে কি রবি অমিতাভ আলো
প্রতিভাত হবে তাতে?
নানান কুহক বারবার ঘোরে চিত্তের অভিঘাতে
ভেতর বাড়ির অলিতে গলিতে আততায়ী দেয় হানা
কোনখানটাতে খ াতে পারে অভিশপ্তের ডানা
কোন বৌভাতে বড় মৌতাতে বৌটাকে হবে জানা
হযবরল-য়ে গুঁড়ি মেরে আসে বর্ণবিভোর নেশা
শব্দের ঢঙে নানা সঙ্গমে উল্টায় সব আশা
হয়তো এমনি ভাষার মধ্যে শব্দের সংক্রাম
অঞ্জলী ভরে তুলে আনে তার আদলের বৈধতা।

বিদ্যাপীঠের দিকে বেঁকে গ্যাছে যেই পিচঢালা রাজপথ
সেই রাজপথে মিনারের পাশে কী শপথ হয়েছিল?
সে শপথ আজ এতোদিন পরে ম্লানিমায় ছেয়ে গ্যাছে
অক্ষরগুলো দেখা যায় না তো শ্বেতমর্মর তলে,
আজকে কেবল হাহাকার করে বুদ্ধিজীবীর গোর
কিছুতেই আর স্বস্তি দেয় না সে অমল বাহুডোর,
শপথ তো ছিল অন্যবৃত্তে হীরকের অবদান
সেসব আজকে কোন সংশ্লেষে খ িত অবসান
সত্যের তেজ কেন ভড়কায় তড়পায় অনুতাপ,

কেন আজ দেখি বুড়িগঙ্গায় বর্জ্যের স্তূপ মজে?
প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজায় বিবেকের দংশন
কোনোখানে আজ দৃষ্টিগ্রাহ্য নেই কোনো সুন্দর।

কতো শতো মুখ কতো কথকতা মিলিয়ে গেল দিগন্তে,
তুমি নেই, চরাচরে পেলবতা নেই, বন্ধুদের মুখ আর দেখি না,
প্রথমে চলে গেল বাবু যার হৃদয় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল,
তারপরে গেল জোসেফ যার মুখ থেকে কোনোদিনই হাসি মিলিয়ে যায়নি।
তীক্ষ্ণবাক এমরান— সেও দ্রুত অপসৃত হলো, চলে গেল দিগন্তের ওপারে।
এমনি করে একে একে নিভেছে দেউটি
ওরা কি ভেতরবাড়িতে যাচ্ছে অথবা গ্যাছে চলে সীমানা ছাড়িয়ে?
একদিন হঠাৎ আততায়ী এসেছিল, রক্ত রক্ত রক্ত
চুন্নুটাও পড়ে গেল খাদে।

সেখানে আমিও চলেছি গুটিসুটি
প্রান্তর পেরিয়ে পাশে ফেলে হ্রদ আর পাহাড় ঘেঁষে যে পথটা চলে গ্যাছে
যেখানে কখনো চরাই কখনো উৎরাই কখনো ভয়ঙ্কর গিরিখাত;
চলতে চলতে ঝড় বয় বৃষ্টি নামে
কাছেই কোথায় যেন ধস নামলো।
কিন্তু তবুও চলা, অবশ্যম্ভাবী চলা,
স্মৃতির টানেল বেয়ে চলা,
আলো আর অন্ধকারের লুকোচুরির মধ্যে চলা,—
যেন চিরন্তন অমোঘ গাণিতিক গতিময়তার মধ্যে চলা;
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎপ্রবাহে ঝলসে ওঠে দৃশ্যাবলী,
মাঝে মাঝে নিরঙ্কুশ অন্ধকার;
এবার বোধহয় সময় হয়েছে, ভেতরবাড়িতে চলো যাই।
সেখানে পেয়েও যেতে পারি এক অমিতাভ আলো এক সূক্ষ্ম গুঞ্জরণ,
পেতে পারি হয়তো বা সেই অবয়ব মাতৃস্তন্য যথা দুগ্ধ ভারানত।

বদ্ধ জলাশয় নয়

এই পথে যেতে যেতে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মাঝারি এক জলাভূমি দেখি। হাওর বা বিল নয় অথচ শান্ত জল তবুও কখনো তাতে ক্ষীণ স্রোত বয়। অর্থাৎ বদ্ধ জলাশয় সে হতে পারেনি এখনো। যেহেতু বদ্ধ জলাশয় নয় অতএব তার মধ্যে পঙ্কিলতা কম। তবুও তো স্পষ্ট দেখা যায় কেবল কচুরিপানাই নয় ওই জলভারে বেশ কিছু প্ল্যাঙ্কটনও হয়। মাছেদের আনাগোনা তাইতো সেখানে অনেক বেড়েছে। কাতল মৃগেল আছে, কালিবাউশেরা আছে এমনকি থাকে বড়ো রুই। সম্প্রতি কোত্থেকে তেলাপিয়া এলো। এতোবড় জলাশয় নয় তবুও সেখানে চিতলও থাকতে পারে। হয়তো পাঙ্গাস থাকে এবং পিরানহাও এসে গেলো কিনা! কিন্তু তাহলে তো অন্য মাছেদের বেশ কিছু আতঙ্কের কথা এসে যায়। বেশ দূর থেকে গুটিগুটি চলে আসা রাক্ষুসে মাগুর আশা করি এখনো সেখানে তেমন কোনো বাসা বাঁধে নাই। আরো সম্প্রতি একটি রূপসী মাছ সিলভার কার্প কেমন করে এঁকেবেঁকে এই জলাশয়ে স্থান করে নিয়েছে তাহার। কেননা আহার জুটেছে ভালো। অথচ সেখানে কোন খরসুলা দেখি নাই। এইখানে মেনিমাছ আছে কিনা সেটাও জানি না। বহুদিন ধরে এই জলাশয়ে অনেক রকম পরিযায়ী আনাগোনা করে। কখনো বা তারা অবিবাসী হয়ে যায় এই জলাশয়ে। তারা অনেকেই নিজেদের জাতপাত নিয়ে বিবাদ বচসা করে নাই। অথবা কেউ কেউ হয়তো বা করেছে কখনো আমরা এখন তা জানতে পারি না। এইভাবে এইখানে জলজ জীবন চলেছে অনেকের আমরা তা লক্ষ্য করি নাই। মাঝে মাঝে উড়ে উড়ে বক আর মাছরাঙা আসে। তাহারাও হয়তো বা মাছেদের জীবনের পাশে অনায়াসে নিজেদের ভয়াবহ ভোক্তা জীবন গড়ে তোলে। কিন্তু যদি কোনোদিন প্ল্যাঙ্কটনের কমতি পড়ে যায় তাহলে তো মাছেদের খাবারের নিদারুণ সঙ্কট হতে পারে। হয়তো কখনো সখনো হয়েছে তা বেশ রূঢ়ভাবে যেমনটা আমরা জেনেছি। এই পথ চলতে চলতে এই জলাশয়টিকে আজ বড়ো বেশি আপনার পরিচিত বলে মনে হয়। মনে হয় যেন হাজার বছর ধরে হাভাতে আমাদের এই জলাশয় লালন করেছে নানাভাবে। আজকে কি তার সেই পুরাতন কর্মভার শেষ হয়ে যাবে? তাতে মন বেদনিবে কার? মাছেরা কি তাহাদের খাদ্যের অভাবে শব হয়ে উঠবে ভেসে দূষিত পানিতে? কখন যে ঘটবে এমন জানতে কি পারা যাবে এই পথের প্রান্তে প্রাচীন এই জলাশয় বারবার দেখে? পিতেরা তাই নিয়ে গবেষণা করে অথচ রাজনীতি নিজেকে তো করে না বদল।

এই সংসার এই ক্রন্দন

চারদিকে পড়ে আছে এক অকুলীন সংসার সংস্কার
অন্তর্দ্বন্দ্ব বিভক্ত বিবাদ জটিলতা যতো, যতো ক্ষয় ও সঙ্কট
সমস্ত কিছু মিলে এই জীবন যাপন এই অনুবৃত্তি
কখনো প্রচ্ছ অহঙ্কারে মেতেছে মানুষ সাত্ত্বিকে আহ্নিকে
পূজা ও পার্বণে পেশীতে বাহুতে পদপাতে করতলে
ফুটিয়েছে পদ্মনাভ আশা ভালোবাসা প্রেম ও অপ্রেম,
ভ্রাতৃহত্যা রাজ্যপাট সিংহাসন যতো সেই যজ্ঞে
লেগেছে তাদের বিলাস ব্যসনে বসনে আসনে ,
যাহাকে তাহারা সংস্কৃতি বলে দিয়েছে পাহারা,
ঋতুতে ঋতুতে মাতোয়ারা হয়ে থাকে পিঠায় পুলিতে,
নবান্নের দিনে মিঠে রোদে মজা পায় তরুণ তরুণী,
রূপমতী বয়েসী রমণীর রক্তে ধমনী কাঁপে,
কবিয়াল ধাপে ধাপে জবরজং গান বেঁধে যায়,
রাত্রি নামে গ্রামে গঞ্জে লোকবল ভ্রমে বন্দনায়।
আর কেউ কেউ মৌলবাদীর মতো হত্যার সংকল্পে পিছু লাগে।

কোথা গেল চৈতি হাওয়া কোথা সেই মাতোয়ারা প্রেম নিকষিত হেম ছিলো যথা,
কোথা গেল সর্বোপরি সত্য? মানুষ কেবলই উড়ায় ফানুস যাদুকরী রাজনীতির
আকাঙ্ক্ষায় পোরা?
এ কোন অপ্রেম? কোথা গেল নদী সেই সরোবর সেই পদ্মনাভ মেঘ?
কোথা গেলে তুমি আর প্রজাপতি পাখা? কোথা গেল তথাগত! বোধিদ্রুম তলে?
এখনো তো দলে দলে শাক্তধারাপাতে স্বস্তির সপক্ষে গীতরত সন্দীপন মানুষেরা।
এখন তো আরোপিত সংরাগ রাগ অনুরাগ ভুয়া ভালোবাসা
নগরে বন্দরে ঘোরে অবিরত।
জ্যোতির্ময় কোনোদিন এইখানে যেন আলো দেয় নাই।
চারদিকে নিরঙ্কুশ অন্ধকার তাই।

আজ এই ঘাস এই নদী এই তমালিকা এই গ্রাম এই মঠ গির্জা ও মন্দির,
আজ সন্ধ্যায় মসজিদে মসজিদে যদি বাজে আজানের সঙ্গীত
আর মায়াবী প্রহরে যদি অম্লান বাজে ওঙ্কার কাঁসর ঘণ্টার তাহলে কি হবে বলো?
এই সবুজিমা এই জলাশয় এই ঘাস এই ক্লান্তি এই অবসাদ হয়তো বা থেকে যাবে।
এই দ্রোহ চৌষট্টি হাজার গ্রামে দক্ষিণে বামে পরিশ্রমে অর্জনে ঘামে
বারবার মার খায়। আর তাই মানুষেরা বারবার চলতে চলতে থামে।

তবু কেন কবি চায় প্রেম আনন্দের হেম-জ্যোতি বোধি-ঋদ্ধি আনন্দের,
এই দুঃখ এই ভারাক্রান্ত ধুঁকে চলা বারবার এই রক্তের ঋণ শোধ করা,
এই পাপবোধ এই অরিন্দম প্রকৃষ্ট লাঞ্ছনা, এই হত্যা এই মৌলবাদ এই প্রমাদ
এই অহঙ্কারহীনতা, ভেতরবাড়ির এই গভীর দীনতা— এমন লিখন মনে হয়
ললাটে ছিলো না।
আর কতোকাল এই সংসার এই মহাকাল এমন কঠিন ক্রন্দনে রাখবে কবিকে?

অশরীরী অবয়ব

যেখানে যেমন ছিল হয়তো সবই আছে, কেবল নেই সেই দৃশ্যপট,
অবয়ব খুলে গেছে তার নীল চেতনার, দুলে গেছে শরীরী শঠতা।
মৃন্ময় ছুঁয়েছে তাকে মননের গভীরে এক প্রাচীন প্রাচীনতম প্রতীকী দাপট;
যদিও আকাশে থাকে চাঁদ, কিন্তু হায় জ্যোৎস্না নেই, সে তো দিনেরই দীনতা।
কেন তবু থেকে যায় বিমূর্ত শয্যায় রতিময় পরম্পরায় কণ্ঠাগত নিসর্গ নিগূঢ়,
এবং অনবরত বেড়ে চলে এই জলাবদ্ধ চরাচরে যুদ্ধংদেহী বিবেকহীনতা ;
এই সমতলে বদ্ধ জলে প্রিয়ঙ্গু পাষাণে পলি জমে, পৈশাচিক কামুকের প্রায়
ঘাই মারে পেশল মাগুর।

তবু নিত্য প্রবুদ্ধ হয় চিত্তের আবেগ, কেঁপে ওঠে প্রদীপ্ত শ্রোণীতলে মত্ত মহাকাল।
চৈতন্যের প্রত্যন্ড় প্রদেশে অনন্ড় জন্ম নেয় চিন্ময় শিল্পের ভ্রূণ, কালের প্রবাল।
এবং অন্যদিকে সমস্ড় যাপিত জীবন ঘিরে জঙ্গমতা ঘুরতে থাকে, অবিরাম
ঘোরে;
বিবর্তনের ভাঁজে ভাঁজে সবুজ আবেগ তবু কোনো এক গোপন গরিমায় খেলা করে,

কিছু কিছু অবয়ব বাদ পড়ে, কিছু কিছু অবয়ব গড়ে, কৃতবিদ্য পরম্পরায়
নাভীমূলে কুন্ডলিনী পোড়ে; বিবর্তনের শিহরিত কুশীলব আসে হাসে,
কখনো বা গান গায়, কখনো বা বিচলিত রিরংসায় ভাসে,
রাত্রির শেষযামে অভ্যন্ড়রীণ আয়তনের গহীন গভীরে নতুন বিকাশ জন্ম নেয়,
অবয়ব ফুটে ওঠে ত্রাসে।

বাবার মতো

তুমি বলো— আমি আজকাল আমার বাবার মতো হয়ে যাচ্ছি।
তাই তো হওয়ার কথা ছিলো। তিনি ছিলেন সাদাকালো আনন্দের গভীর ভেতরে। মহতে ইতরে সেকালটায় মিশেছিল তবু দর্শন প্রীতির। সেই গীতির গমক আজকে হারিয়ে গেল ধারালো চমকে। মহাযুদ্ধের সমান বয়সী আমি। চলতে চলতে আজকে এখানে থামি। বলি এ কোন পৃথিবী এ কোন অন্তর্জলি সম্মুখে আমার। আমি তো শুনেছি বাবা মিথ্যা বলেননি কোনোদিন। এমনকি আমার জন্মের দিন মাস বছর সন ও তারিখ যথার্থ নিরিখে মেপে নিতে সামান্যতম ভুলও হয়নি তাঁর। তিনি বলতেন— ঈমান প্রখর করো। জীবে করো দয়া। সবাইকে সুখী করে যাও যদি পারো। নিবিড় প্রাঞ্জল ছিলো বাবার পৃথিবী। বড়োই মসৃণ ছিলো তাঁর সফেদ জায়নামাজের বিতত জমিন। সালাত-সিয়াম হয়নি বলে সন্তানের জন্যে বড়ো চিন্তিত ছিলেন তিনি। সুপক্ক বয়সে যেখানে যাবার গেছেন। গেছেন চলে মাতা। সর্বংসহা জননী আমার। বাবার মৃত্যুর পরে বেশিদিন বাঁচেননি তিনি।

তুমি বলো আমি আমার বাবার মতো হয়ে যাচ্ছি। লিখতে লিখতে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি একি লোল চর্ম ! আয়নায় প্রতিফলিত এ কোন বৃদ্ধের মুখ? জরায় রুগ্ন মনে হয় তাকে। কাকের পায়ের ছাপ দু'চোখ-কোটরে দুঃখের ছবি আঁকে। আকাবাঁকা নতুন লাইন যোগ হয় প্রতিটি বছর। চলমানতার বাঁকে বাঁকে দেখি হিংসা, দেখি লোভ, সন্তানের চোখে অনুভূতি নয় যেন মৃত্যুভয় যেন শোক, যেন প্রহৃত বিবেক। ঐ চোখে ঐ ঠোঁটে গুমরে ওঠে না কোনো প্রসন্ন কথকতা। সেখানে কেবলি বিপুল সন্তাপ খেলা করে। সমান্তরাল পথে কি চলেছি? বয়স বাড়ছে ঢের পৃথিবীর, আমাদের বাতাবরণের। তাই তুমি যা বলছ তা তো হতে পারিনি। হতে পারি না বাবার মতো আজ।

লঞ্চ ডুবি

নদী বয়ে চলে অনিন্দ্য স্রোত অবিরাম ধায়,
কী দীর্ঘ পথ চলে যায়। মনোরথ যা কিছু ছিলো ভেসে যেতে চায়। বহুজন্মের স্মৃতি গীতি ও প্রতীতি ঘোলাজলে ঘূর্ণিজলে মনে হয় যায় ডুবে যায়।
দুই তীরে কতো যে নাটক। অবিরাম কুশীলব বদলায়। কেউ কেউ ভ্রান্ত জলে করে স্নান।

এইভাবে কারো কারো দিন চলে যায় যখন সন্ধ্যা নামে। কখনো বা পঞ্চবটি ঘাটে চিতা জ্বলে। কোন পরমাদ যাত্রার ওপারে থেকে যায়। এদিকে তো যাত্রীরা হাসে কাঁদে গান গায়। চারদিকে মনে হয় পরব পার্বণ। হৈ চৈ লেগেছে অনেক। প্রচণ্ড প্লাবন যেমন লেগেছে আপার লোয়ার ডেকে, তেমনি হেঁকে হেঁকে তারা গায় গান। এঞ্জিনের দ্রিমিকি দ্রিমিকি রব কখনো সরব কখনো শিঞ্জন হয়ে বাজে।

প্রান্তরে দূরে মনে হয় কোথায় ছুটেছে যেন বাঘ। মগজে বিদ্যুতে ক্ষিপ্রগতি হরিণের ডাক শোনা যায়। তীব্র আলোর রেখা যেন অকস্মাৎ দেখা দ্যায়। সুস্পষ্ট দৃশ্য পাদপ্রদীপের তুমুল আলোয় করে স্নান, মঞ্চে নাচে ঝড়। কুশীলব রাজনীতি হাতড়ায়। কখন কাহারা যেন নব্য বারতা বলে। গ্রামে গঞ্জে ভঞ্জে ভ্রান্ত প্রেম। কুমীরেরও অশ্রুপাত হয়।

দখিনা বাতাস দ্যায় যেন বসন্তের ছটকার হাততালি ইলিশ ধরার। অথচ কোথায় ইলিশ? জাটকার রুপোলি আমিষে সোৎসাহে ঢেলেছে জল অভাবগ্রস্ত জেলে। কলকল স্রোত অবরোধ করেছে কাকে? কাকে দেয় দিকের সংবাদ! যখন অন্ধকার নামে দক্ষিণে বামে স্মৃতির অরণ্য ঘিরে ক্ষিপ্রগতি হরিণের ডাক শোনা যায়। যুগপৎ বাঘের হুঙ্কার। অথচ মানবিক দয়ালু দুগ্ধ ঝরে হৃতচন্দ্রিমার । চান্দ্রসভা দোলায় পতাকা। আশেপাশে জমেছে মেঘের মৌজ। সফেদ ফৌজ যেন গূঢ় নীলিমার। তীব্র স্রোতের ওপরে ছোট ছোট কোটি কোটি চাঁদ জ্বলছে নিভছে যেন বা খদ্যোত। বরাভয় নয় যেন মৃত্যুফাঁদ এইভাবে ছোটে পিছু পিছু। লঞ্চের নিচু পাটাতন অকস্মাৎ কম্পমান যেন। হেনতেন সংসার সংস্কার বেহুলা ভাসান অবসাদ বেদনার ধন লালচেলী রক্তবসন মদমত্ত নদী— সবই ভেসে যায়। মনে হয় যেন খরজল রুখে দেবে মহাকাল। ব্রহ্মবার্তা রটবে আকাশে। বিবশ বাতাসে উড়ে যাবে এই সব কলরব হতাশ্বাস হুতাশ ইন্দ্রজাল মায়াবী ক্রন্দন। এই শীতে ভ্রান্ত গীতে আকস্মিক ঘূর্ণাবর্তে অলৌকিক লঞ্চ ডুবে যায়।

শৈশব

(জাকওয়ান ও মিসামের জন্যে)

খরজল নয় দুধগন্ধ মুখে মনে হয় নবীন লাউয়ের ডগা কম্পমান মৃদুল বাতাসে। তেমনি নড়াচড়া। কখনো হা হুতাশ নয় জটিলতা নয় সরল গণিত কলিত কান্না সহজ আবেগ সহজিয়া ভালোবাসা যেন দিগম্বর ছুটে আসে পাশে। কেমন বর্তুল মুখ ঢলোঢলো চোখে চায় তখনো অশ্রুজল তিরতির কাঁপে চোখের কিনারে। যেন নীল লেগুনের পাশে ঢাউস বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে স্বচ্ছ জল টলোমলো করে। তোর চাওয়া পাওয়া কি সহজ সরল প্রত্যয় কৌটিল্য ব্যত্যয় জীবনের আমাদের পরকাল ভ্রান্ত সঞ্চয়। এখনো তো ইন্দ্রজাল স্বপ্নময়তায় ছড়ায়নি ছায়া তার। এ কোন জীবন, একি আত্মার কোরক হয়ে আসে নীলিমার দূর পরবাসে যায়। আবার কি চলে আসে সপ্তম আকাশে? সেখানে কি মহাশক্তিমান দিলেন ফরমান? তাহার আদেশে ফিরে আসে এই মাঠে ঘাসে মাংসের খোড়লে? সেইখানে ফুটে ওঠে গোলাপের রঙ। আমরা বরং তার কিছু যেন রাখতে পারি না ধরে। জীবনের আঁকে বাঁকে হাতিশুঁড়া ঝড়ে। সবই যায়। আমাদের এই মন্বন্তর এইসব কায়া এইসব মায়া ও যন্ত্রণা। এইসব ভয়াবহ ছবি অহরহ ধারণ করেছে কবি বুকে। কিসের অসুখে এই ভয়ঙ্কর রসায়ন যাকে বলি কখনো সখনো জীবন যাপন অথবা যাপিত জীবন। কোথায় হারিয়ে যায় সবই নিরবধি নানাবিধ মোহন চর্চায়। মাংসের খোড়লে সেই আত্মার কোরক। অতঃপর দ্যুলোক ভূলোক টুঁড়ে কুঁড়ে কুঁড়ে খায় আত্মার কোরক ভয়ঙ্কর ভ্রাম্যমান স্মৃতির ভাইরাস। তোর সেই পুঞ্জিভুত স্মৃতি নেই প্রীতি নেই বলে হয়তো বা মায়া নয়, ছায়া নয়, আনন্দের অবিমিশ্র ছোট ছোট বেদনাসুখের অসংশ্লিষ্ট প্রোজ্জ্বল ঘটনা রটে বনে। রটে সারা দেহে। উচ্ছ্বাস ক্রন্দন সমূহ স্পন্দন অনির্বচনীয় আলো এখনো তোর মনে সত্য হয়ে থাকে। সেই সত্য নিত্য সত্য কি না সেকি রাখে আমাকে পরিপার্শ্ব জুড়ে তোর সকল সম্পদে। নিত্য দিন নতুন খেলনা যতো কিছু নিঃসাড় কিছু স্বতশ্চল নানান শকট কখনো বা উড্ডীন এয়ার ক্রাফট, কখনো বা জিগ্ স পাজল কতোকিছু মেকানোসেট রুবির কিউব, হ্যারি পটারের সিডি, কখনো বা স্পাইডারম্যানের রেপ্লিকা এইসব নানাবিধ খেলা মিলে তোর পৃথিবীর শঙ্কাহীন অস্তিত্বের ভেতর যে আনন্দে তোর অধিকার সেইখানে হয়তো বা সত্যিকার রয়েছে শৈশব। সেই তো তার যুক্তির খসড়া। এই জরাগ্রস্ত প্লবমান দ্রুতগামী

সময়ের প্রত্যন্ত কিনারে তোর বিপ্রতীপে তাহারই পশরা। সেই দিকে চেয়ে থাকি হে পৌত্র আমার, অপেক্ষায় থাকি পরবর্তী দ্বিতীয় শৈশব আসে নাকি। আসবে না জানি, তবু সে প্রতীক্ষা কোনো এক সীমাহীন আনন্দের ভাষা চায়। আমারি মতোন, হে ভ্রাতঃ, কেউ কভু পায় না তাহাকে।

সহস্র কবি

কতোবার তো নেমেছি ঐ অতল কালো জলে
অনেকটা কাল রেখেছি ঢেকে গোপন সংবাদ
আজকে দেখি আলতো ক'রে পড়ছে খুলে
উষ্ণ অবয়ব অন্তরীণ তীর্থভূমি ভ্রান্ত বিসম্বাদ

অনেক দিনের গুপ্ত ব্যথা বুকের মধ্যে ধরে
গুহ্য কোনো জায়গা থেকে উপচে ওঠে রসে
অন্ধকার বনাঞ্চলে সামলে রাখা সুপ্ত অহঙ্কার
আজকে কেন উছলে ওঠে ক্ষিণ্ন পরবাসে

গভীর জলে লুকিয়ে থাকা প্রাণ ভোমরার খোঁজে
ডুব সাঁতারেই গড়িয়ে গেল অর্ধশত কাল
এখনো শুনি চলেছ তুমি নিদ্রামগ্ন করুণ শম্বুক
হয়নি হৃষ্ট দারুণ ক্লিষ্ট কপট নিন্দুকে

এখন উর্ধ অর্ধশত গ্যালোই যদি চলে,
পড়ছে খসে আদিম রসে মায়ার বাঁধন যতো
হাত বাড়ালেই ডুব সাঁতারেও মিলছে না তো
যত্ন করে লুকিয়ে রাখা নগ্ন ধ্রুবপদও

কিন্তু তবু এমন অহঙ্কারে ঝনাৎকারে
কাঁপন দিয়ে ওঠে ভালোবাসার গুহ্য পরবাস
এখন যখন হঠাৎ করেই সূর্য ঢলে পড়ে
ছলকে ওঠে আকাশ গাঙে বিপুল সব বর্ণের সন্ত্রাস

এবার তবে বুকের ভেতর লুকিয়ে ছিলো বুঝি
মস্ত এক গোপন ব্যাধিসহ অরূপ কোনো গভীর নির্মাণ
আজকে তাই এমন অনুভবে চমকে ওঠো কেন
পৃথ্বিজোড়া গহীন যোনি সূর্যশ্রোণী মেঘস্তনী মাতা

এবার দেখো সমস্তটা মহাশূন্য ব্যেপে বিপুল বেগে
ছড়িয়ে পড়ে গ্রহ গ্রহান্তরে প্রধাবিত আকাশগঙ্গা জুড়ে
তরঙ্গিত মর্মরিত সপ্তরঙের দ্যুতির শঙ্কাস,
চক্রবালে দৃষ্টি ফেলে দেখো হৃদপদ্ম স্বয়ম্বরা সভা
পাপড়িতে তার শিশির সোহাগ মেখে
রাঙিয়ে দিলো নদী মাখিয়ে দিলো অনিন্দ্য সুর মেঘে।

একুশ এলো একুশ এলো বলে বর্ণমালার শব্দযুথের দাবি
অনিন্দিত পদ রচনা করবে এবার নিদেন পক্ষে চৌদ্দকোটি কবি ॥

মূলাধার তলে প্রেম জমে

মূলাধার তলে প্রেম জমে হোমে কামে মদমত্ততায়
অহিফেন সেবনে আসে মধু বারবধূ আসর জমায় মমতায়
তাকে আজ পবিত্রতা দাও মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান হয়ে কাঁদো,
সামাজিক সামান্য অপবাদে কিবা আসে যায়
কবি তো ধারণ করে সবই—
কুন্ডলী পাকিয়ে ওঠে প্রেম নিকষিত হেম কে বা বলে কাম গন্ধ নাহি তায়।

সহোদরা

জীবন করে কি ক্ষমা তাহা তো জানি না।
বিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকে কোন নিরূপমা?
যেন বহতা নদীর বাঁকে বাঁকে পঞ্চবটি নৃমুণ্ডমালিনী নৃত্যপরা
শবাসন করে কোন কাপালিক গুহ্যব্রত যতো
অমাবশ্যার দারুণ নিশিথে প্রচণ্ড ব্রহ্মনাদ হাঁকে।

দূর স্মৃতি শৈশবের সেতো মনে নেই
হারিয়েছে খেই নির্বাক চৈতন্যের মাঝি
কেবল যে দরিয়ার মাঝামাঝি যতো কারসাজি,
সেইখানে হঠাৎ ঘুর্ণাচক্রে পড়ে টান।
ডুবে যেতে চায় সব কলরব সব কিশলয় কনক কিঙ্কিনী,
এই যাত্রার রূপমাত্রার বিকিকিনি সব শেষ হলে পর
এলসিডি মনিটরে ভাসে সে কি পূর্বস্মৃতি সে কি জাতিস্মর?

কোন আপামর কঠিন বারতা কথকতা সে তো মনে রাখে নাই
তাই আনন্দের বান ডাকে ধেই ধেই নৃত্যপর হয় এইসব হাভাতে বিষয়।
স্মৃতিময় চরিত্রগুলো কখনো তো কথা কয় ভয় হয় মনে এই নীপবনে
শেষকালে বুঝি পঞ্চবটি হয়ে ডাক দেয় ক্ষুধিত সময়।

তারপর মাতা চলে যায় পিতা ছোটে তাহার পেছনে
রণে ভঙ্গ দেয় কবি কেননা তখনো সবে এই ভবে নিসর্গ তো শেষ হয় নাই।

অবশেষে তবুও বয়ে যাওয়া আকাশগঙ্গার দিকে চাই
যদিও কেবল অঙ্গার অভ্যন্তরে জ্বলে, জ্বলে ধিকিধিকি।
এই কি জীবন তবে হৃত অনুভবে চলে যাওয়া ভ্রান্ত হাওয়া?
যেন বাউরি বাতাস দিয়েছে হুতাশ চৈত্রের মাঠে মাঠে
ছোট ছোট ঘূর্ণি হয়ে হাহাকার নৃত্য করে চলে,
এহেন শ্রবণে শ্রাবণে প্লাবনে শীতে হেমন্তে হৃত নৈঋতে থাকে ম্লান কঞ্চুক,

সৈকতে মাবুক ডেকে ওঠে, শন শন চিৎকৃত আকাশের নিচে জ্বলে বুক।
বালুরাশি ঢেউ জাগে চরে, চারদিকে তবু বেড়ে চলে জল খলখল
যেন গিলে খাবে বঙ্গের দক্ষিণে।
এমন আকালে সকালে বিকালে সকারে বিকারে ম্লান সন্ধ্যায়
কোথা গেলি তুই সহোদরা আমার!

বুদ্ধ পূর্ণিমা

জীবনের সমস্ত খেলাধুলা শেষ হলে পরে
অথচ এমন খেলা কোনোদিন শেষ হয় নাই—
ব'লে জীবনের চঞ্চলিত সচলতা চলমান থাকে,
অণু পরমাণু থেকে যে শক্তি তরঙ্গিত হতে থাকে
সমস্ত আকাশে, গভীর গভীর সেই মহাকাশ
মনে হয় শেষ হয় নাই, যেমন এই খেলাধুলা ছেদ টানে নাই।

অথচ এই ধূসর সবুজে নীলে প্রগাঢ় বধ্যভুমি 'পরে
স্তুপীকৃত হয়েছিল একদিন রাশি রাশি লক্ষ লক্ষ লাশ,
তার কটু গন্ধে আকাশ ভরেছে তবু মহাকাশ শেষ হয় নাই;
সেই দূরতম স্মৃতি থেকে আমাদের পাললিক অভিজ্ঞতার
গভীর ভেতরে উপ্ত হয়েছিল এই জঙ্গমতা যার
নানাবিধ অবয়ব চালচিত্রের মতো ভেসে চলে,
মাছের সাঁতারে কুমিরেরা পুচ্ছ ঝাপটায় আর
ঘড়িয়াল মাছ ধরে খায় কখনো বা এই যমুনায়;
সুন্দরী জারুল গেওয়ার চারা বাড়ে, বাঘ থাবা
রেখে যায় নরম পলিতে। বুদ্ধের মুখের মতো
চাঁদ থেকে জোছনা ঝরে, সেই জোছনায় হরিণেরা
কুয়াশার হিম চেটে নেয় আর বাঘের থাবায় মরে।
পূর্বাপর এই মৃত্যু এই জঙ্গমতা নীল গ্রহ থেকে হয়তো বা
নক্ষত্রের দিকে ধায়। তবু চেয়ে দেখো সম্মুখে
চমৎকার জলাশয় থাকে। সেইখানে বর্ষার জল আসে
আসে কচুরিপানাও। কিন্তু সেই গভীর জলের ভেতরে
মাগুর জিয়লও খেলা করে কখনো বা কই—
জলাশয়ে জঙ্গমতা আছে স্থাবর ভিটায় যাহা নাই।

এইবার চলো আজ ওই সোজা পথ ধরে যাব
নারকোল চিরল পাতা যেখানে ডাকছে দ্যাখো

নিরব বারতা তার হাতে, এই আলোছায়া রাতে;
এই আলো-আঁধারিতে দিগন্ত অবধি ঘাস পাতা
বাঘ ও কুমীর মাগুর জিয়ল জোম্বি ও জীবন্ত
মানুষেরা ছায়া ছায়া পথ ধরে ঘোরে।
সেই ঘূর্ণন নীল এই গ্রহটির কক্ষপথ ধ'রে
কী দুর্দান্ত বেগে আমাদের নিয়ে চলে
ছায়াপথ জুড়ে!
এই চলা এই তরঙ্গিত অদ্ভুত
অস্থিরতা কোনো এক উৎস থেকে এসে কখনো বা
দ্রুত অতি দ্রুতলয়ে তবলা সঙ্গত করে সময়ের সাথে
প্রবুদ্ধ পূর্ণিমার এই রাতে।।

দ্বিতীয় শৈশব

কৈশোর যায় যৌবন যায় প্রৌঢ় সময় যায় চলে
স্থাবর তো কিছুই থাকে না সময়ের একরৈখিক মত্ত দাবানলে,
এবার তো গুঁড়ি মেরে কাছে আসে গুটি গুটি দ্বিতীয় শৈশব।
যে শিশুর পদ নখে বিম্বিত ছিলো চাঁদ ও সূর্য
সেই সূর্যমুখী তলে দলে দলে প্রজাপতি পেতেছিলো ফাঁদ,
যার ডাকে আসমান থেকে নেমে এসেছিলো ঝাঁকে ঝাঁকে পরীদল
যার উল্লাসে বয়ে গিয়েছিলো শরৎ প্রভাতে সুশীতল পরিমল,
ঘুম ঘোরে যার স্বপ্নের ডোরে বাঁধা পড়েছিলো সহস্র দেবদূত
বর্ণে গন্ধে মাতোয়ারা এক অপরূপ অবয়ব,
সেই সবি আজ অম্লান স্মৃতি গীতিময় সংক্রাম।

সেই সে জগৎ অবয়বে যার ধরা পড়েছিলো আনন্দ নিকেতন
বিমল বাতাসে সরে গিয়েছিলো ধীমান কুজ্ঝটিকা,
সেই জনপদে ছিলো নিরাপদে অনঙ্গ এক মুখ;
সে অবয়বের লীলায়িত ঢেউয়ে লাগেনি তো পাপবোধ।
আজকে আবার কোন শৈশব দ্বারের প্রান্তে নাচে
অভিজ্ঞতার আলোকে যখন মাসুম সময় গত,
মনের অসুখ চেপে বসে আজ উবে যায় সব সুখ।
প্রান্তর শেষে পথও শেষ হলে এ কেমন পাদটীকা?

যৌবন

যুবক কবির কাছে একবারই এসেছিলো ফেরারী ফাল্গুন;
সেই ফাল্গুনে লক্ষ লক্ষ ফুটেছিলো ফুল
বাইরেতে না হলেও তার মনের ভেতরে
আহার নিদ্রা দিবা নিশা সব সেদিন হয়েছে ভুল।

চারদিকে ছুটেছিলো রঙের বিস্ফোরণ শক্তিমান অশ্বও ছুটেছিলো
মত্ত হ্রেষা রবে, বনে বনে গেয়েছিলো ভ্রমরের দল,
বেজেছিলো চারদিকে আনুপূর্ব রাগের রণন,
পাখির কূজনে গান বায়ুর স্বননে গান
ছলোচ্ছল নদীকূলে গান ফুটেছিল।

আসমানে আসমানে ফেটে পড়েছিলো কল্পনার যতো রঙ
আনন্দের বান ডেকেছিলো অঙ্গে অঙ্গে তার,
তার মুখের আদলে ভ্রূভঙ্গে ছিলো যে বিদ্যুৎ
তার পরিমাপ যুবক কবির কাছে ছিলো পলাতক।

এমন সময় অকস্মাৎ অম্বরে অম্বরে বেজেছে ডম্বরু
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিম, অস্ত্রের ঝনঝনাৎ চারদিকে অগ্ন্যুৎপাত প্রজ্জ্বলন যেন,
সহসা উধাও হয়েছিলো উদার আকাশ থেকে ফেরারী ফাল্গুন।

বসন্তের সমূহ আগুন জ্বলে উঠেছিলো তার বুকে,
যুবক কবি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিলো তারপরে
হঠাৎ সে ছুটেছিলো কোনো এক প্রদোষের গভীর ভেতরে
দ্রুতলয়ে পার হয়ে মাঠ ঘাট দরিয়া লেগুন।
তার পর যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ আর দীর্ঘকাল কবি থাকে পরবাসে,
ছোটে অবিরাম আর তার পেছনে পেছনে ছোটে বসন্তের বিরুদ্ধে হুলিয়া।

আজকে যেমন সেদিনও তেমনি কবির দক্ষিণে বামে আর কোনো স্বজন ছিলো না;
সঙ্গে বসন্ত ছিলো বিমুগ্ধ রজনী ছিলো আর ছিলো হুতাশন প্রেম দুঃখ জাগানিয়া।

পথ ও মানুষ

GK

এই পথ চলতে চলতে কতদূর পৌঁছোয় তা ভবিষ্যতের কোনো এক বিন্দুতে হয়তো বা দেখা যেতে পারে। কিন্তু এখন পথ নয়, পথের দুইদিকে যে বিস্তীর্ণ তরঙ্গিত বরেন্দ্রের প্রাচীনতা আর রবীন্দ্রনাথের দুই একটি যুথভ্রষ্ট তালগাছ সাঁওতাল পাড়ার দিকে টানে। এই মাটি কতকাল ধরে লালন করেছে আদিবাসী। আজ নিজ বাসভুমে সেই পরবাসী মানুষেরা থাকে। মানুষের জীবনের সভ্যতার ধারায় পা বাড়ায় অগুণিত গোষ্ঠির মানব সন্তান। আজ সেই মানবজমিনে লেখা হয় কিংবদন্তীগান সংস্কৃতিকথা মাদলের তালে তালে জীবন সংগ্রাম। ভুলে যাওয়া মহুয়ার মাদক চুয়ানিতে সাঁওতাল কোল ভীল আর্য অনার্য একাকার হয়ে যায় এইখানে প্রবল মাটিতে। আজ এই পথে চ'লে চ'লে কোন অনন্তের পথে যাই সেটা তো বুঝি না। কিন্তু এই মানুষেরা আমরা সবাই এক শেষহীন পথে চলি যেমন চলছে পৃথিবী সৌরজগৎ এবং আমাদের ছায়াপথ দ্রুত প্রসারিত হয়ে যায় দূর থেকে দূরে। আমাদের অন্ধকার চর্মের ওপরে কামে ঘামে যন্ত্রণায় তার ছাপ থাকে।
অনন্ত কি অতঃপর চমকায়, থামে?

দুই

এই চলমান পথে মানুষেরা চলে গেলে তার ছায়া পড়ে থাকে না কখনও। মানব মানবী শুনে রাখো কায়া চলে গেলে মায়া পড়ে থাকে না কখনো। তবু মানুষেরা চলে গেলে দুঃখের স্মৃতিকথা সুখের উল্লাস অনুরণন রেখে যায় বিধুর আকাশে কখনো সখনো। এমন সঘন স্মৃতি কখনো সখনো থেকে যায় দূর থেকে শোনা বাঁশির মতন।

মনে বাজে কাঁদায় হাসায়। মানুষের চলে যাওয়া খুব বেশি সুখকর হয় না কখনো। তাই বুঝি আমাদের ভালোবাসা মধুরেণ সুখবর হয় না কখনো।

ভালোবাসা দিতে গেলে ফেরদাউস বেহেশত দুঃখের দোজখ হয়ে যায়।
ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা হলে পরে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা গোরাজাব হয়।
অতএব হে মানব মানবী জেনে রাখো ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা হলে সে
এক কঠিন শপথ হয়ে যায়। বিশ্বাসে ভাঙে না তা অথচ সন্দেহে সম্পূর্ণ ঝ'রে
যায়। কর্পূরের মতো মুহূর্তে উবে যায় করতলে অস্ড়িত্ব থাকে না তার।

এই আছে এই নেই এমন বাতাসে দোলে মৃন্ময় ভালোবাসা আর মৃৎপাত্রের মতো
ভাঙে। মৃত্যু এসে যখন ঝেঁটিয়ে নেয় জীবনের মূল উন্মাদনা, তখনও কি
ভালোবাসা থাকে মর্মের গহীন ভেতরে? দুর্ভাগ্য এমন যে কেবল মানুষেরই
ভালোবাসা প্রায়োজন হয়। মানব মানবী প্রেমে পড়ে পশু ও পাখিতে তার
আয়োজন কখনো থাকে না।

এই চলমানতা এই বিবর্তন— এই এক ফাঁদ। জীবনচক্রে এইভাবে চলে
সব,পর্ব থেকে পর্বে উৎরায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যায় চলে। অতীতে বর্তমান
বর্তমানে ভবিষ্যৎ উপ্ত হয়ে থাকে।
এই যে ভেতরে নদী এমনি খেলা অনন্তর চলতে থাকে তার বাঁকে বাঁকে।

wZb

চরাই উৎরাই ভেঙে চলি দীর্ঘপথ
কখনো উদ্যম স্পৃহা কখনো বা ভগ্ন মনোরথ,
দিগন্তে ডুবে যায় দিন
মাঝে মাঝে সঙ্গীবিহীন তবু চলা,
এই চলমান জীবনের রঙ পথিপার্শ্বে মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বরং
জটাজুট গাছের নিচে কখনোবা জিরোতে চায় একা।
মনে জ্বলে ওঠে সামান্য আশাবাদ তবুও পরমাদ ছাড়ে না তাহাকে।

যতো পথিকেরা যায়, পায়েদলে যায় হলাহল ওঠে কারো,
কারো নিতম্বে ভ্রূভঙ্গ দেয় নব্য ছান্দসিক।
একদিন যেটা স্বাভাবিক চলা ছিলো আজকে সেটাই ঘুরেফিরে এসে
থমকে দাঁড়ায় নগরের পাশে, চোখে ভেসে ওঠে প্রযুক্তিগত ভাষা,
ইনফোটেকের বহুলভাষ্যে ভ'রে ওঠে জিজীবিষা।

সহস্র যায় অর্বুদ যায় সমুদ্রে ডোবে প্রেম
মনকষাকষি দরদাম করে মৃতবৎসল চিত্র,
তার অবয়বে ছায়াপাত করে গতিময় সম্মোহ-
যাদুর বাক্স যাদুর চেরাগ মুছে যাওয়া রূপকথা,
ডাটাপিক্সেলে ভাসে আর ডোবে রূপ বদলায় প্লাজমার পর্দায়
কয়েক হাজার বছরের পরে সামান্য উদ্গম
বিবর্তনের এই আবর্তে তবুও হয়না জীবনের সদ্গতি!
হাইওয়ে জুড়ে ছুটছে কেবল অটোমবিলের ভিড়
পশ্চিম থেকে পূবে ফিরলেই অ্যাশফল্ট গলে পড়ে;
অযুত সংখ্যা মানুষ বাড়ছে প্রতিবেশ হয় শেষ
কোন পথে আজ হাঁটবে পথিক জানতে পারে না সেও;

সহস্রাব্দ পার হয়ে গেলে নীল গ্রহটার কক্ষ
থেমে যাবে কিনা সেই প্রশ্নেই দুমড়ে যাচ্ছে পক্ষ।

রসুন বোনার ইতিকথা

কবে কার স্মৃতি ভেসে আসে মৃদুমন্দ শ্রান্ত সুরে নিমগ্ন দুপুরে,
থিতিয়ে যাওয়া ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন মাঝে মাঝে উঁকি দ্যায়
ভেসে ওঠে জাতিস্মর চিত্রাবলী।
স্থির চিত্র নয় চলচ্চিত্র যেন মায়ের গানের সুরে ঘুমন্ত শিশুকে তালে তালে
মৃদুমন্দ ছোঁয়। সেই প্রাগিতিহাসিক ভালোলাগার অবগাঢ় নিক্কণ
আর ক'টা দিন সবুর করার কথা বলে।

বঙ্গের শীত ঋতু। মাঝে মাঝে উদাস ঘুঘুর ডাক,
হালকা শীতল ঘ্রাণ আনে মাটি আর শস্য-তোলা ক্ষেত,
সাথে সাথে খড় গোলাঘরের ধানের আঘ্রাণ তার সাথে পুকুরের সোঁদাগন্ধ এসে মেশে।
মাঝে মাঝে বিকট বর্গীরাও আসে,
মায়ের আঁচলে লুকোয় শিশু একালের কোন যিশু তবুওতো দেখা দেয় নাই।
কেবল দৃশ্যমান হয়ে থাকে শয়তানের বিকট আদল,
কালো রাতে ডাকাতের মতো গুঁড়ি মেরে আসে; হাতে উচ্চকিত বল্লম।
তারা আবার মাঝে মাঝে হাঁ রে রে করে হাঁক দেয়
আর ক্ষুদে বীরপুরুষ লুকোয় মায়ের বুকে;
শিশুটি মাঝে মাঝে শুনতে পায় টুকরো টুকরো কথা
আর সেই করুণ বিমর্ষ সুর— ধান ফুরোলো পান ফুরোলো-
গৃহী ভাবে কী করে খাজনা দেবে!
সহস্রাব্দ চলে যায় এই বাংলায় সেই গল্প কিন্তু শেষ হয় না।
থামে না সে গান, ভীষণ করুণ আর বিমর্ষ।
অনেকে ভাবে বড়ো স্পর্শকাতর কথাগুলো
কেন যে এখনো বাজিয়ে দেয় মাঝে মাঝে মনের দোতারা।

কয়েকটা দিন সবুর করতে করতে সহস্রাব্দ তো শেষে হলো।
সবাই ভাবছে পৃথিবীর মানুষেরা এগোলো কিন্তু এগিয়ে কোথায় গেল?
রসুন বোনা তো হলো না। এখন বোনা হচ্ছে না পাটও।
এই বঙ্গে আর কতো রঙ্গ আমরা দেখবো কে জানে?

সেই শিশুর স্মৃতি নতুন গীত-বাদ্য করে আজ অস্তাচলগামী পথের ধারে।
কখন যে সে চলে যাবে ওপারে? এপথ কোথায় নেবে?
সবকিছু আদ্যপান্ত ভেবে সুনাব্য কোন তরঙ্গিত পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

অথচ ঐ জল সে কেমন আয়না যে ভেঙে দেয় সব ছলাকলা?
শিশুর মুখ ভেঙে হিমালয়ের রিলিফ ম্যাপের মতো
বৃদ্ধের মুখ হয়ে ভাসতে থাকে তার নিবিড় বুকে;
পক্ষান্তরে কোন কোন পথ অতি নাব্য হয় কেননা অত্যাচারিত মাতা ধরিত্রী
আর তো পারে না বইতে পারমাফ্রস্টের সাংঘাতিক বোঝা;
ভাল করে বোঝাবুঝির আগেই লক্ষ লক্ষ টন বরফ গলে প'ড়ে,
ছড়িয়ে যায় সাগরে সাগরে
আর দ্রুত ঢুকে পড়ে এই সন্ত্রস্ত বঙ্গোপসাগরে।
এমন আকালে কেন যে এখানে এতো রঙ্গ এই বঙ্গে
তা সেই শিশুটি বোঝে নি, আজ এই বৃদ্ধটিও বোঝে না।
এমন দোটানায় সমূহ সঙ্কটে কোথায় সে ফেরাবে তার ঝিনুকের মতো দুটো চোখ!
কোন নির্মোক বাঁচাবে তাহাকে ?

তাই চারদিকে ওঠে শোক।
এখন বরফ পড়ে উত্তরে পশ্চিমে,
এক দিকে শীতল শীতল পৃথিবী অন্যদিকে উষ্ণতায় ক্যাকটাস পোড়ে।
এমন বিপাকে কোথায় আশ্রয় নেবে কবি ?
এই পথ কোনো স্বপ্নের দেশে ফুরোয় না গিয়ে শেষে
ঘুরে আসে যেন পুরোনো আরশিতে দেখা কোনো মুখ যেন মনের অসুখ
ভেসে ওঠে আর ভেঙে চুরচুর হয়ে যায় বারবার।
এই শীতে সম্বিত ফিরলে দেখি এই দীর্ঘপথ
বোস পাড়া পাশে রেখে কাজির হাট পেরিয়ে পাল পাড়ার দক্ষিণে সোজা
সিন্দুরকুসুম্বি গ্রামে ঢুকে পড়ে তারপর ভেতর বাড়িতে গিয়ে
মিলিয়ে যায় ধীরে ঘাসে ঢাকা কার যেন কবরের কাছে।

অসম্ভব নয়

মানুষের জন্ম মৃত্যু মায়া আনন্দের উচ্ছ্বসিত কল্লোল
তারাদের লুটোপুটি আকাশেতে চাঁদের চাঁদোয়া
জাদুর কার্পেটে উড়ে যাওয়া- কোন কিছু অসম্ভব নয়।

অসম্ভব নয় অগস্ত্যযাত্রা
অসম্ভব নয় বিন্ধ্যাচলের অবনত মস্তক
অসম্ভব নয় ব্রজভূমি,
অসম্ভব নয় হিমালয়ে দেবতার বসবাস
অসম্ভব নয় চাঁদে যাওয়া নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘুরে ফেরা,
অসম্ভব নয় সপ্ত আকাশ থেকে নেমে আসা কল্যাণ,
অসম্ভব নয় সেই সিংহাসন যা আকাশ পাতাল ব্যাপী
মহাশূন্যের আনাচে কানাচে বিশাল বিস্তারে বিরাজিত;
অসম্ভব নয় সময়ের শেষ অথবা শুরু,
মহাকাশে গুরু গুরু ডম্বরু অসম্ভব নয়।

অসম্ভব নয় ছুটে চলা এই নৃত্যকলা গ্রহে গ্রহে
নক্ষত্রে নক্ষত্রে অনুক্ষণ রণিত শক্তির তেজ,
অসম্ভব নয় প্রেম নিকষিত হেম
অসম্ভব নয় বিশ্বাসে মেলানো কেষ্ট,
অসম্ভব নয় ইতিকথা
অসম্ভব নয় জিউসের তেজ ও মানুষের শৃঙ্খলিত বিলাপ,
অসম্ভব নয় তার স্বাধীনতা
অসম্ভব নয় তার দিব্য জ্ঞান অথবা নির্বাণ।

মঠে মঠে গির্জায় গির্জায় মসজিদ প্রাঙ্গনে সিনাগগে অথবা প্যাগোডায়
সর্বত্র ঘুরে ঘুরে অনবরত চলছে কোথায় নিরন্তর অসম্ভবের সারি গান,
এই অবিরাম চলা মহাশূন্যে যেমন আবার চতুর্দিকে অবিরাম ঘোরা,
এই ঘুর্ণন এই স্ফূরণ এই দোলাচল অসম্ভব নয়
অসম্ভব নয় ইতিকথা।
সব কিংবদন্তী ইতিকথা নয়;
তবু কোন কোন ইতিকথা কখনো কখনো কী করে যে কিংবদন্তী হয়!

কিংবদন্তী নয়

কোনদিন কি একীভূত ছিলাম আমরা সবাই?
কী করে বিভেদ হলো?
দূর দূরান্তে ছড়িয়ে গেল সত্তার টুকরো টুকরো ছোট ছোট বিজয় পতাকা
এই শীতে অসংখ্য পাতা ঝরে যায় ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বনভূমি জুড়ে;
সেই মর্মরে কোন এক কঠিন বারতা আছে কিনা জানা নেই
তবু মনে হয় হয়তোবা কিছু গূঢ় কথা রয়েছে সেখানে।

বনভূমি এখানে ওখানে মানুষেরা নেয় কেড়ে,
কাটা পড়ে গাছ আর বারো মাস তেড়ে আসে সমুদ্র দক্ষিণ সীমানায়,
একদিকে পোড়ে কার্বন আর অন্যদিকে শ্রাবণ বিনষ্ট হয় আমাদের অনীহায়,
সঙ্গীত থেমে যায় কণ্ঠে তোমার।
এই বিপ্রতীপ চলা,
এই অনিদান সঙ্কট নিপট অন্ধকার হতে পারে,
যার তরে তোমার আমার কোন উদগ্রীবতা নেই।

আজ এই সায়াহ্ন বেলায় যদি সেই শক্তি পরাশক্তি হয়
আর প্রাণ থেকে প্রেম যায় উবে,
তাহলে কি পশ্চিমে পূবে কোনকালে আর সেই অনন্য শঙ্কাস দেখা দেবে?
এই ভেবে আপাতত আমাদের চিরায়ত কল্পনাগুলো যা মনের ভেতরে নানাভাবে
বর্ণে বর্ণে আনন্দ নিক্কণে গান হয়েছিল, নৃত্যপরা ছিল অসম্ভব সুন্দর মুদ্রায়,
স্পন্দিত ঝংকৃত ছিল ধমনীর রক্তস্রোতে,
যে প্রেম অঙ্কিত ছিল তোমার চোখের গভীরে,
হৃদয়পিণ্ডের তালে তালে বেজে উঠেছিল সেই সঙ্গত
যেখানে ধরা পড়েছিল হৃদয়ের কথা,
অমোঘ বারতা বাসা বেঁধেছিল এই বাতাবরণে,–
আমাদের জীবকোষে সেই অনন্য সৃষ্টির আনন্দঘন ক্রিয়ার ভেতরে
জেগে উঠেছিল দুইটি হৃদয় অনেক আলোকে ঠমকে চমকে নৃত্যছন্দে
যেন পারিজাত দল মেলে দেয় অবিরত।
পারিজাত তাই কিংবদন্তী নয়, স্বর্গের ফুল আকাশ কুসুম সেটাও সত্য হয়।

নিউজার্সির অজানা মোটেলে

সেদিনটা পরিষ্কার ছিল
একেবারে ঝকঝকে আকাশ,
হেমন্তের দিন শীত-কষ্ট নেই,
পাতাগুলো লাল হলুদ কমলা বর্ণে চারদিক ছেয়েছে কেমন।
হ্রদের ওপরে তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে অনেক বর্ণিল ছবি
যেন কোন পরিচ্ছন্ন কবি অপূর্ব কথায় কিছু ছবি এঁকে রেখেছে সেখানে।

সেখানে তো তুমি ছিলে
তোমার চোখেও প্রতিবিম্বিত দেখলাম নানান রঙের খেলা-
নীল দুটো চোখ
গভীর নীল হ্রদের রঙের সঙ্গে যেন একাকার,
আর তারই সঙ্গে একাকার হয়ে গ্যাছে
সীমাহীন মেঘমুক্ত আকাশ।

মানুষ কেমন করে চোখের মধ্যে হারিয়ে যায়
দীর্ঘসময় ধরে যেন ভেসে বেড়ায় নীল হ্রদের জীবনস্পর্শী জলে।
সেটা সেদিন কিছুটা বোঝা গিয়েছিল।
পাশের টেবিলেই খাবার নিয়ে বসেছিলে।
মনে হলো পোর্সিলিনের সাদা প্লেটের ওপরে একরাশ চমৎকার সালাদ
সবুজ আর তারই সঙ্গে লাল আর হলুদ ক্যাপসিকামের ছিটেফোঁটা
মাঝে মাঝে থাউজেন্ড আইল্যান্ডের সাদাটে ছোপ।
আর তার পাশেই একটি অপূর্ব সুন্দর হাত
যেন মৃণাল বাহু থেকে নেমে এসেছে বেঁকে স্রোতের মতো
যার প্রান্তে কয়েকটি চম্পক অঙ্গুলি খেলা করে।
মাথায় সোনালী নয় একরাশ ঘন কালো চুল,
তারপর মনে হলো যেন অনন্তকাল শেষ করে আমি নীল হ্রদে ভেসে চলেছি একা,
নির্জন; কিন্তু কে যেন সঙ্গে আছে। এই গল্পের শেষ এখানেই।

পরের দিন সকালে মোটেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে গিয়ে দেখি—
পাশের হ্রদটি আরো নিবিড় নীল হয়েছে
আকাশের প্রসারিত গভীর সেই নীল লিখছে কোন নতুন কবিতা।

কবরের কাছে

এই শহরের শেষ প্রান্তে গিয়ে আজকে দেখি অনেক নেমেছে শব।
নগরীর পথ বেয়ে নিয়ে আসে কারা?
চাঁদ ডুবে যায়
গভীর রাতেও আজ কবর খোঁড়া চলে
এক দুই তিন পরপর চলেছে কেটে কবরের মাটি,
কবরের মাটি কাটে
বুলডোজার নয়
শত শত কোদাল যেন পড়ছে আর উঠছে সেখানে,
আর্দ্র মাটি আর মাটির চাপর
জমে ওঠে কবরের পাশে।

এমনি সময়ে মানুষের শব কলরব করে ওঠে;
কবর খোদক তার কিছুই শোনে না।
চারদিকে পক্ষীকুল শোনে শৃগালেরা শোনে
পাড়ায় পাড়ায় কুকুরেরা চিৎকার করে,
কোন অনুভব নেই,
যেন যান্ত্রিকভাবে কবর খোদা চলছে চারদিকে!

এই নাগরিক সভ্যতা যেন শেষ হবে বলে অসম্ভব ঊর্ণাজাল,
পোকামাকড়ের দল, পিঁপড়ের দল সাড়ি করে চলে
যেমন চলেছে সৈন্যদল যেন ছড়ায় ধ্বংসযজ্ঞ চারদিকে।
লতাপাতা পাখিদের শব সমস্ত কিছুই তাদের পথের থেকে তুলে নেয় তারা
পরিশ্রমের আহার জুটেছে যেন অনেক দিনের উপুসের পর।
পিতা-মাতা, পিতামহ মাতামহ তোমাদের কবরগুলোতে
যেন নতুন শবেরা যায় ঘুমে।

এরকম চীমপে কারা যায়? ঐখানে মঞ্চ ঘিরেছে কিছু লোক
তাদের প্রলয়ঙ্কারী শোক
ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে অসীম আকাশে, ছেয়ে যায় সারাটি শহর।
শবের বহর তবু শেষ হয় নাই;
সহস্রাব্দ শেষ হয়ে আসে।

সময় যাচ্ছে চলে
যেন এক অতিকায় ট্রেন চলে যায়
সর্পিল গতি তার দেখা যায় দূরে,
এই সব কুরে কুরে খায় অস্তিত্বের বহর;
কোথা গেল সেই বেহেশতি নহর?
কোন স্বস্তি আর যেন দেখা দেয় নাই।
শেষকালে এক আয়ুষ্মান কবি কবর পাহারা দেয় একা।

সহজ নয়

বেঁচে থাকা জন্ম নেয়া বা মরে যাওয়া
চলছে চলবে হয়তো অনন্তকাল ধ'রে,
এই গ্রহে এবং হয়তো অন্যত্র আমাদের মতো দ্বিপদ থেকে থাকলে
প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছিল আসছে আসবে আর চলে যাবে যথারীতি;
শিশুর পবিত্র মুখ
ঘাতকের মুখ
দানবের মুখ
দেবতার মুখ
সবি দেখা দেবে।

কিন্তু এই যে জীবন
এই তারুণ্য
এই বার্ধক্য
এই উদ্দাম
এই অপসৃতি
আর অনবরত চলার এই দোলাচল
এই জীবন মৃত্যুর পৌনঃপুনিকতা
এইসব খেলাধূলা—
এর কিছুই বোঝা যায় না।

আমি দেখি চতুর্দিকে জীবনের উদ্দাম হচ্ছে যেমন
তেমনি অন্তত দৃশ্যত পরাভূত হচ্ছে
মানুষের অন্তরের ইচ্ছেগুলো,
দেবতার হাত কেটে নিচ্ছে ক্রুর জল্লাদ
শিরোশ্ছেদ করছে মহাপুরুষের,
চক্রাকারে ঘুরছে মানুষের প্রত্ন ইতিহাসের চক্রান্ত,
তার কিছু কিছু উঁকি দিচ্ছে ভুলে যাওয়া ধ্বংসাবশেষে।
তারপরেও ছবি আঁকে চিত্রকর,

গান গায় শিল্পী,
কবির কণ্ঠে উছলে ওঠে কথা,
এবং সপ্ত আকাশ থেকে নেমে আসে বাণী।

কতো কানাকানি
কতো ভুলে যাওয়া স্মৃতি
কতো ম্লান ছবি
কবি বুকে রাখে।

আর পথ চলার পথের বাঁকে বাঁকে
নতুন বিস্ময় জেগে ওঠে,
প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে স্বপ্নের মৃণালে;
অথচ এমন একটি নাটক যার শেষ দৃশ্য কখনো আসে না,
আর বোঝা যায় না এর শুরু ও শেষ কোথায়।

সবকিছু সহজে বোঝায় না
এবং অনেক কিছুর কিছুই বোঝা যায় না।
এটাই সম্ভবত মানুষের নিয়তি।

তাই দিনের পরে দিন চলে যায়, যুগের পরে যুগ,
ইতিকথা চলতে থাকে, মানুষের কিংবদন্তী তৈরী হতে থাকে অবিরাম,
পথের শেষ হয় না কোনমতে, গন্তব্যের প্রান্তবিন্দু পারে না ছুঁতে কেউ,
মহাকালের স্রোত বয়ে যায়, ওঠে ঢেউ অস্তিত্বের কেন্দ্রের ভেতর;

এই বঙ্গে ঋতুরঙ্গে রসুন বোনার সময় আসে
আর চলে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ,
রসুন বোনাতো হয় না, ফলে না নতুন ফসল— সোনালী শষ্য;
গৃহস্থ খাজনা দেবে কিসে ভেবে পায় না এখনো।

রসুন বোনার ইতিকথা এক চক্রব্যূহের মধ্যে ঘুরতে থাকে অবিরাম।